

এবার গড়িয়াহাট থেকে উদ্ধার ১ কোটি টাকা



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ ফের শহরে বিপুল নগদ টাকা উদ্ধার। এবার দক্ষিণ কলকাতার প্রাণকেন্দ্র গড়িয়াহাট থেকে উদ্ধার করা হল প্রায় ১ কোটি টাকা। গড়িয়াহাটে একটি গাড়ি থেকে এই বিপুল নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। প্রেফতার করা হয়েছে দু’জনকে। বুধবার বিকেলে কোটি টাকা উদ্ধার করা হয় বালিগঞ্জ থেকে। এবার স্থান গড়িয়াহাট। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ কলকাতা পুলিশের গুস্তা দমন শাখা ও এসটিএফের গোয়েন্দারা যৌথভাবে একটি অভিযান চালায়। গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে একটি গাড়ি আটক করা হয়। সেই গাড়ি থেকে প্রায় ১ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় গাড়ির চালক দুলাল রায় ও মুকেশ সারস্বতকে প্রেফতার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, দুলাল রায়ের বাড়ি বেলগাছিয়া। মুকেশের বাড়ি কলকাতার যমুনালাল বাজার স্ট্রিটে। তবে তিনি রাজস্থানের। তদন্তকারীদের অনুমান, এই টাকার সন্ধে হাওয়ালায় যোগ রয়েছে। এর আগে দেখা গিয়েছে, বড়বাজার ও

পোস্তা এলাকা থেকে দফায় দফায় ৫০ লক্ষ এবং ৬০ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। গড়িয়াহাট থানায় একটি অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে। তবে গোয়েন্দা সূত্রে খবর, তাদের কাছে গাড়ির নম্বর ছিল। সঙ্গে খবর ছিল, গাড়িতে বিপুল পরিমাণে টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই তথ্যের ভিত্তিতেই এসটিএফ ও কলকাতা পুলিশের গুস্তাদমন শাখার গোয়েন্দারা সাড়ে ৬টা নাগাদ গাড়িটিকে গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে আটকায়। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে এই টাকার সন্ধান মেলে। এখনও টাকার গণনা চলছে। প্রসঙ্গত, বুধবার ৮ ফেব্রুয়ারি বালিগঞ্জে তল্লাশি অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেয় তারা। সঙ্গে ৫৫ আর্ল স্ট্রিটেও অভিযান চলে। প্রায় ১০ ঘণ্টার বেশি সময় তল্লাশির পর বালিগঞ্জ থেকে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়। একটি ডেস্কটপও উদ্ধার করে ইডি, সঙ্গে বেশ কিছু নথি। এরপরই শুক্রবার ইডির তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়, বালিগঞ্জের এক ধাবা মালিক মনজিৎ সিং গিরেওয়াল ওরফে জিট্টা ভাইয়ের মাধ্যমে কালো টাকা সাধা করার চেষ্টা করা হয়। সেই চেষ্টা করেছিলেন এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা।

২৮১৯টি চাকরির সুপারিশ বাতিল!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ গ্রুপ ডি ওএমআর শিট বিকৃত মামলায় দু’হাজারের বেশি জনের চাকরির সুপারিশপত্র বাতিল করার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টে। গ্রুপ ডি মামলায় আগামিকালের (শুক্রবার) মধ্যে চাকরির সুপারিশ বাতিলের নির্দেশ দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। মোট ২ হাজার ৮২০ জনের চাকরির সুপারিশ বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিচারপতির নির্দেশ, যারা কারচুপি করেছে তাদের প্রত্যেকের চাকরির সুপারিশ বাতিল করতে হবে। এদের তালিকা আবার নতুন করে আপলোড করতে হবে। নোটিস দিতে হবে। সেই সঙ্গে ৬ হাজার ৯৮৮ জন চাকরিপ্রার্থী, যারা অপেক্ষাকৃত রয়েছেন, তাদের তালিকা থেকে ওই ন্যূনপদ পূরণ করতে হবে। অপেক্ষমান তালিকায় যারা রয়েছেন, তাদের মধ্যে কারও ওএমআর শিটে যদি পরবর্তী সময়ে বিকৃতি পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য, ‘দেখা যাক,

এসএসসির তরফে আদালতে জানানো হয়, প্রায় সাড়ে চার হাজার ওএমআর শিটের মধ্যে ২ হাজার ৮১৯টি ওএমআর শিটে গরমিল রয়েছে বলে দেখা গিয়েছে। সেই কথা শুনে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এদিন এসএসসিকে বলেন, “যদি আপনার পরীক্ষা করে দেখতে পান কোনও কার্যচুপি করা হয়েছে, তাহলে পদক্ষেপ করতেই হবে। অনেক সময় দিয়েছি। এবার তারা আসতে বাধ্য এই আদালতে। কিছুদিন জেলে থাকার ব্যবস্থা করব।” যেহেতু এসএসসি কেবল নিয়োগের সুপারিশ করে, তাই আগামিকাল দুপুর ১২টার মধ্যে সেই চাকরির সুপারিশ বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মধ্য শিক্ষা পর্ষদকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে সেই নিয়োগ বাতিল করা হয়। কমিশনের তরফে আদালতকে আগামিকাল হলকনামা দিয়ে জানাতে হবে, সিরিআই এর সঙ্গে কোন ওএমআর শিটগুলিকে মিল পাওয়া গিয়েছে। যারা এই কার্যচুপি করেছিলেন, তাদের বরাদ্দ করা হবে না। একদিনও তাদের



কার অদৃশ্য হাত আছে এসবের পিছনে।’ প্রসঙ্গত, এই গ্রুপ ডি ওএমআর শিট কার্যচুপি সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত করছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিরিআই। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, ওএমআর শিট কার্যচুপির কথা। সিরিআই গোয়েন্দারা গাজিয়াবাদ থেকে ওএমআর শিটগুলি উদ্ধার করেছে। সিরিআই যে ওএমআর শিটগুলি দিয়েছে, সেই সবগুলি পরীক্ষা করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। এদিন

চাকরিতে রাখা যাবে না। প্রসঙ্গত, এসএসসি গ্রুপ ডি নিয়োগের ক্ষেত্রে মোট শূন্যপদ ছিল ৬৯৫৬ টি। এসএসসি সুপারিশপত্র দিয়েছিল ৬৮৮০ জনের। প্যানেলে নাম ছিল ৬৫০২ জনের এবং অপেক্ষমান তালিকায় ছিলেন ৬৯৮৮ জন। তাদের মধ্যে স্কুলে চাকরি পেয়েছেন ১১১১ জন। আগামিকাল দুপুর ১২টা ৫ মিনিটে সুপারিশ বাতিল করবে এসএসসি। বোর্ড ১২টা ১০ মিনিটে ওয়েবসাইটে তুলবে নিয়োগ বাতিলের তালিকা।

গতবারের থেকে প্রায় ৪ লাখ কমল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। পড়ুয়াদের শিক্ষাজীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা। মাধ্যমিক পরীক্ষা যাতে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করতে কোনও খামতি রাখছে না মধ্য শিক্ষা পর্ষদ। ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে পরীক্ষা। তার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছে পর্ষদ। প্রশ্নপত্র যাতে বাইরে না বেরিয়ে যায়, তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এবারের মাধ্যমিক মোট পরীক্ষার্থী রয়েছে ৬ লাখ ৯৮ হাজার ৯২৮। তাদের মধ্যে ছাত্র রয়েছে ২ লাখ ৯০ হাজার ১৭২ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৬ লাখ ৫৬ হাজার ২১। গতবছর রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০ লাখ ৯৮ হাজার ৭৭৫। সেই তুলনায় এই বছর অনেকটাই কমেছে

পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। যদিও এর কারণ হিসেবে কোভিড পরিস্থিতিতেই অনেকাংশে দায়ী করা হচ্ছে। কারণ, মাধ্যমিকের জন্য রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল প্রায় ৯ লাখ এবং পরীক্ষা দিচ্ছে প্রায় ৭ লাখ পড়ুয়া। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য কোনও খামতি রাখছে পর্ষদ। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা মিলিয়ে মোট ২ হাজার ৬৮৭টি পরীক্ষাকেন্দ্র থাকছে এবং নজরদারির দায়িত্বে থাকছেন ৪০ হাজার পরীক্ষক। প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে পুলিশ মোতায়েন করা থাকবে। প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রের রিয়েলটাইম আপডেট পৌঁছে যাবে পর্ষদের কাছে। অ্যাডিশনাল ভেনু সুপারভাইজার অ্যাপে রিয়েল টাইম আপডেট করবেন। পরীক্ষার দিন সকাল ৮টা থেকে বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি থেকে তথ্য

সংগ্রহ করা শুরু করবে। মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে জানানলেন, প্রায় সব জায়গাতেই প্রশ্ন পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করে তিনি আরও বলেন, ব্যবস্থা সংক্রান্ত সব পরিকাঠামো একদম ঠিক আছে। ১৭-১৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পুরো মবেলের ট্রায়াল চলবে। মাধ্যমিকের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে অভিভাবকরা প্রবেশ করতে পারবেন না বলেও জানিয়ে দিলেন মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি। পাশাপাশি অনলাইন পঠনপাঠন যে খুব একটা কাজে আসেনি, সেই কথাও এদিন উঠে আসে তাঁর কথায়। জানানলেন, ডার্মিয়াল পঠনপাঠন কখনও ক্লাসরুমের পঠন পাঠনের বিকল্প হতে পারে না।

হাওড়ায় কল্লতরু মমতা!

আমি এখন যা বলছি, তা বলে গিয়েছেন সুভাষ, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, স্বামীজি!

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ হাওড়ার সভায় মুখ্যমন্ত্রী যেন কল্লতরু। এদিনের সভামঞ্চ থেকেই ১৫টি জেলার জন্য ২ হাজার ৫৯১ কোটি টাকা খরচ করে ২০৮টি পানীয় জল প্রকল্প তৈরি করছে উদ্বোধন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকল্প উদ্বোধনের পাশাপাশি, এদিনের সভামঞ্চ থেকেও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুললেন তিনি। মমতা জানান, হাওড়া জেলার সঙ্গে অন্য জেলার যোগাযোগের সুবিধার্থে কোনো এক্সপ্রেসওয়ের উপরে তৈরি হচ্ছে নতুন ব্রিজ। পাশাপাশি, ২ লেনের আভারপানও থাকছে। ২ নম্বর ও ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে এক্সপ্রেসওয়ে। সেই কারণে যানজট এড়াতে ২ লেনের রাস্তা বাড়িয়ে চার লেনের করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া, কেচবিহারে, অন্তালে এবং মালদহ, এই তিন জেলাতেই তৈরি হয়ে গিয়েছে বিমানবন্দর। এতেও মানুষের সুবিধা হবে বলে জানান তিনি। ফুরফুরা শরিকে ৩০ বেডের হাসপাতাল আগে থেকেই ছিল। সেখানে ১০০ বেডের হাসপাতাল তৈরির শিরান্যাস হল এদিন। তাছাড়া, মুখ্যমন্ত্রী জানান, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সাগরদত্ত হাসপাতালে চালু হচ্ছে ক্যানসার ইউনিট। হুগলির ইমামবাড়া

আপাতত, ১২৬টি ব্লকে চালু হবে এই পরিষেবা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “২ হাজার ৫৯১ কোটি টাকা খরচ করে ২০৮টি পানীয় জল প্রকল্প তৈরি করছে পিএইচই দফতর। সেগুলিরও শিরান্যাস হল আজ।” মমতা জানান, ৫০ লক্ষ মানুষ এর ফলে বাড়িতে জল পাবেন। গ্রামীণ এলাকাতেও বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে যাবে।



তাঁর আশ্বাস, “২০২৪ সালের মধ্যে আমরা চেষ্টা করব, সব বাড়িতে যাতে জল পৌঁছে যায়। ৫৬টি ভূগর্ভস্থ পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্র হল হাওড়াতো ৫ লক্ষ ৫৯ হাজার ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে ২১৮টি অ্যানিমেল স্টেডিয়ামকে ‘সবুজ সখী’ নামকরণ করা পশু, বা পালিত পশু কোনও কারণে অসুস্থ হলে তাকে যাতে দ্রুত পশু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায় সেই কারণেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

হয়েছে। তবে হাওড়ায় শিল্পের জোয়ার এসেছে।” মমতা জানান, হাওড়ায় শিল্পে ৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ এসেছে। ৬৭ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ভবিষ্যতেও দেড় লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে আশ্বাস তাঁর। হাওড়া জেলায় ৫৯টি প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয় এদিন। জানা গিয়েছে, ৬৬ একর

কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে বলে জানান তিনি। প্রত্যেক জমিদাতাকেই দেওয়া হয়েছে ১০ হাজার কোটি টাকার পুনর্বাসন প্যাকেজ। যারা জমি দিয়েছেন, তাঁদের চাকরি দেওয়া হচ্ছে। পুরুলিয়ায় ৭২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ এসেছে বলে দাবি মমতার। এরপরেই একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রকে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনও

বলেও তোপ দাগেন মমতা। এদিন হাওড়ার পাঁচলার সভা থেকে মমতার মুখে শোনা গেল ভিন্ন বার্তা। ছাত্রছাত্রী এবং তরুণ-তরুণীদের কাছে তিনি তুলে ধরেন তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যের কথা। মমতা বলেন, “‘আমি যত দিন বাঁচব, মানুষের জন্য বাঁচব। মানুষের জন্য করব। এ জন্যই আমি পরবর্তী তিনটি প্রজন্ম তৈরি করছি। ছাত্র-যৌবন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবে। আপনারাই ভবিষ্যৎ। আমি যে কথাগুলি বলছি, এক দিন সুভাষচন্দ্র বসু বলে গিয়েছেন। আমি তাঁর কাছ থেকে শিখেছি। বিবেকানন্দ বলেছেন। তাঁর কাছ থেকে শিখেছি। নজরুল বলেছেন। তাঁর কাছ থেকে শিখেছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। তাঁর কাছ থেকে শিখেছি। এখন আপনারাও শিখছেন নতুন করে।” সেই সূত্রেই আগামিদিনে বাংলাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তরুণ প্রজন্মের কাঁধেই সঁপেছেন মমতা। বস্তুত, মমতা বৃহস্পতিবারের সভাতেও তুলে ধরেন ‘তরুণের স্বপ্ন’-এর কথা। বলেছেন তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যতের কথা। সেই প্রসঙ্গে তিনি টেনে এনেছেন তরুণদের প্রতি রাজ্য সরকারের দায়দায়িত্বের কথাও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “‘আমরা চিরকাল বাঁচব না। এখন যারা ছোট, এখন যারা ছাত্রছাত্রী, এখন যারা যুবক, তারা এক দিন বড় হবে। বাবা-মাকে দেখবে। পরিবারকে দেখবে। শিক্ষকদের দেখবে। মানুষের মতো মানুষ হবে। কন্যাশ্রীর মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অনেক বড় হতে হবে। বিশ্ব জয় করতে হবে।’ মমতা বলেন, “‘আমি চাই তোমরা বিশ্ব জয় করো। পড়াশোনা তোমাদের কাছে বাধা হবে না। তোমাদের জন্য যা করার দরকার করব।’”



১০ ফেব্রুয়ারি ফাইলৈরিয়ার বিরুদ্ধে দেশের লড়াই এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিন স্বাস্থ্যকর্মীরা আপনার বাড়িতে এসে ফাইলৈরিয়া থেকে বাঁচার জন্য ওষুধ দেবে, অবশ্যই খাবেন।

ফাইলৈরিয়া মশার কামড়ে হয়, তাই সতর্ক থাকুন। ফাইলৈরিয়া থেকে বাঁচার ওষুধ না নিলে গোদ এবং অণ্ডকোষে ব্যথা হতে পারে।

সারা দেশে ২০ ফাইলৈরিয়া প্রভাবিত রাজ্যে গোধের ৫.১৬ লক্ষ রোগী এবং অণ্ডকোষের ব্যথা (হাইড্রোসিল)-এর ১.৫ লক্ষ রোগী আছে।

এই অভিযান দেশের ১০ রাজ্য (বিহার, উত্তর প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র মধ্য প্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ, হত্তিশগড়, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ)-এর ৯০ জেলাতে আজ থেকে শুরু হয়ে দশ সপ্তাহ পর্যন্ত চলবে।



আসুন, সবাই মিলে ভারতকে ফাইলৈরিয়া মুক্ত করি





বৃহস্পতিবার কলকাতা বইমেলায় লিটারেচার ফেস্টিভাল অংশ নেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।

ত্রিকোণ সম্পর্কের জের, হরিদেবপুরের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার জোড়া মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : হরিদেবপুরের একটি ফ্ল্যাট থেকে জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে ওই ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় রবীন্দ্র কুমার চৌরাশিয়া (৪৫) নামে এক ব্যক্তির বৃলন্ত দেহ। তার পাশেই পড়ে ছিল সাপুত্তা পারভিন (২৫) নামে এক মহিলার দেহ। রবীন্দ্র কুমার চৌরাশিয়া বেহালার পর্শর্শী থানা এলাকার আদর্শ নগরের বাসিন্দা। তদন্তের স্বার্থে এনিমে প্রথম দিকে বেশি মুখ খোলেন পুলিশ। তবে তাদের প্রাথমিক অনুমান ছিল একজন অন্যজনকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন। এদিকে রবিব্রদ্রের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছে তাঁর একটি সুইসাইড নোট। সেখানে রবীন্দ্র লিখেছেন, তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী বন্ধবী সাপুত্তা পারভিন। সে তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছেন। পুলিশের অনুমান বন্ধবীকে শ্বাসরোধ করে খুনের পর আত্মহত্যা করেন পেশায় ইলেকট্রিক কন্ট্রল্টের রবীন্দ্র চৌরাশিয়া। রবীন্দ্রর বাড়ি বেহালার আদর্শ নগরে। হরিদেবপুরে তিনি থাকতেন অন্য একটি ফ্ল্যাটে। বিবাহিত রবীন্দ্রের দুই সন্তান রয়েছে। তার মধ্যে মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। হরিদেবপুরের চাঁদের ভিলেজ এলাকায় ৩ বছর আগে ফ্ল্যাট কেনেন। মাঝে মাঝে এসে থাকতেন। মাঝে মাঝে পারভিন এসে থাকত। বৃহস্পতিবার সকালে কাজের লোক দরজায় ধাক্কা দেয়। সাড়াশব্দ না পেয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দরজা ভাঙে। দেখা যায় ভিতরের ঘরে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছে রবীন্দ্র। বিছানায় শায়িত পারভিন। পারভিনের গলায় ফাঁস লাগানোর দাগ রয়েছে।

মিড-ডে মিল প্রকল্পের তহবিল নিয়ে কেন্দ্রীয় দলের রিপোর্টে দুর্নীতির দাবি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্পের (মনরেগা) পরে এবার স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিল প্রকল্পের তহবিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এর কারণ হল রাজ্যের মিড-ডে মিল স্কিমের অধীনে বরাদ্দ তহবিলের অপব্যবহারের অভিযোগের মধ্যে কেন্দ্রীয় দল রিপোর্টে দুর্নীতির দাবি করেছে। এই বিষয়টি নিশ্চিত করে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের সূত্র জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় দল এক সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করে এবং খতিয়ে দেখে মঙ্গলবার তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে, এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজ্যের ব্যাপক অপব্যবহার হয়েছে। মিড - ডে মিল স্কিমের অধীনে বরাদ্দ করা তহবিলে অডিট করার জন্য এখন কাজের একটি প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে। সুতরাং খবর, শীঘ্রই রাজ্য সরকারের কাছে বিপর রিপোর্ট চাইবে কাগা। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক বৈঠকের খরচও মিড-ডে মিল প্রকল্প থেকে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সেই কারণে রাজ্য সরকারের সুবিধা বেড়াতে পারে। যদি এই প্রকল্পে দুর্নীতি প্রকাশ পায়, তবে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বিডিও এবং অন্যান্য আধিকারিকদের বিরুদ্ধে সৌজন্যার ধারায় ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

বাসন্তীতে আবার তৃণমূলের গোষ্ঠীকোলাহল

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ৯ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোশল থেকে এবার বাদ গেল না সরকারি প্রতিষ্ঠানও। যুব তৃণমূল দল করার অপরাধে লাগাতার হামলা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। রাতের অন্ধকারে অস্ননওয়াড়ি কেন্দ্রেও হামলা চালানো হয়। ভাঙচুর করা হয় আইসিডিএস কেন্দ্রে। ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয় টিউবওয়েল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত উত্তর ভাঙনখালি গ্রামের মোল্লা পাড়ায়। এলাকার যুব তৃণমূল কর্মী বকলেস মোল্লার জয়াগায় আইসিডিএস কেন্দ্রে তৈরি হওয়ায় কারণে সেই কেন্দ্রে ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। এছাড়াও এলাকার বেশ কয়েকটি যুব তৃণমূল কবীর বাড়িতেও ভাঙচুর

দক্ষিণবঙ্গে পারদ-পতনের সম্ভাবনা আপাতত ক্ষীণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : তাপমাত্রার পারদ আবার ঊর্ধ্বমুখী তিলোত্তমায়, বাডতে বাডতে ২০ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছেছে কলকাতার সবর্নিম তাপমাত্রা। বৃহস্পতিবার কলকাতার সবর্নিম তাপমাত্রা ছিল ২০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি বেশি। কলকাতায় শীতের অমেজ এখন একটুও নেই, কলকাতা লাগোয়া জেলাগুলিতেও তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী। অলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবারও সকালেও হালকা কুয়াশার চাদরে ঢেকে ছিল কয়েকটি জেলা। তবে বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কেটে যায়। আবহবিরদো জানিয়েছেন, আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রা কোনও হেরফের লক্ষ্য কাটা যাবে না, আপাতত তাপমাত্রা কয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে। শীতের বিদায় ঘটা বেড়ে গিয়েছে বলই যেতে পারে। মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে আগামী ৪৮ ঘন্টায়। ভারোতেও সকালের দিকে কুয়াশা থাকলেও পরে পরিষ্কার আকাশ থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা কিছুটা নিম্নশীতল হবে। শনিবার এবং রবিবার আবারও বাড়বে তাপমাত্রা।

কৃষক বন্ধু প্রকল্পে কৃষকদের পাঁচ হাজার কোটি অর্থ সাহায্য রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : কৃষক বন্ধু প্রকল্পের আওতায় রাজ্য সরকার চলতি আর্থিক বছরে কৃষকদের পাঁচ হাজার কোটি টাকা অর্থ সাহায্য করেছে। কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়া নিজস্ব তহবিল থেকেই এই টাকা দেওয়া হয়েছে বলে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন। তিনি জানান, ২০১৮ সালে কৃষক বন্ধু প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে এইপর্যন্ত কৃষকদের এই প্রকল্পের আওতায় প্রায় সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে তিনগুণ আয় বেড়েছে কৃষকদের। কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন, বর্তমানে কৃষক বন্ধু প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের ৫ হাজার টাকার বদলে ১০ টাকা করে সাহায্য করা হচ্ছে। ন্যূনতম সহায়তা ২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪ হাজার টাকা। ৯১ লক্ষ কৃষক, বর্গদার এবং ভাগ চাষী কৃষক বন্ধু প্রকল্পের সাহায্য পাচ্ছেন।

জমির লিজ চুক্তির নিয়ম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য সরকার কয়েকটি ডেভলপমেন্ট অর্থটির মত বিধাননগর ও কল্যাণীতে চালু থাকা জমির লিজ চুক্তির নিয়ম পরিবর্তন করে জমির মালিকানা সম্পূর্ণরূপে উপভোক্তার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিধানসভার চলতি অধিবেশনে এইজন্য একটি বিল আসতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এই বিল পাস হলে খালি জমি, বাড়ি বিক্রি বা কেনার জন্য আর নগর উন্নয়ন দপ্তরের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। দপ্তরকে একজনীন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিলেই জমির মালিকানা তারা নিজেদের নামে করে নিতে পারবেন। উল্লেখ্য বর্তমান এই দুই জয়াগায় জমির অধিকার রয়েছে পুর এবং নগরউন্নয়ন দপ্তরের হাতে। তারা ৯৯১ বছরের দীর্ঘমেয়াদি লিজ চুক্তিতে উপভোক্তাদের জমি দিয়েছে।

থেকে জল নিয়ে জমি চাষ, পোল্ট্রি ফার্মে জল দেওয়া হয়, স্থানীয় বাসিন্দারা সেই ঘটনার প্রবিদ্যার করার কারণে নিজেরাই এই আইসিডিএস কেন্দ্রে ভাঙচুর করে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

SPANGLE MARKETING LIMITED									
CIN: L51311WB1984PLC050209									
Regd. Office -P-103, Princeep Street, 3rd Floor/Room No.24, Kolkata-700072									
Email:parida.1995@rediffmail.com Website: www.spanglermarketing.in									
STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 31ST DECEMBER, 2022									
(Rs. in Lakhs)									
Sl	Particulars	Quarter Ended			Nine Months ended			Yearended	
		31.12.2022 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)		
1	Income from Operations								
2	Net sales/ Income from Operations	-11.08	0.00	0.00	-9.86	1.42	147.46		
3	Other Operating Income	0.16	0.00	2.02	0.26	6.19	6.29		
4	Total Income (I+II)	-10.92	0.00	2.02	-9.60	7.61	153.75		
5	Expenses								
6	(a) Cost of Materials Consumed	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	(b) Purchase of Stock-in-trade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	(c) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	(d) Employee Benefits Expenses	1.34	1.17	1.19	3.18	3.29	4.73		
10	(e) Finance Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00		
11	(f) Depreciation and amortisation expenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	(g) Other expenses	0.20	0.15	0.38	1.63	1.59	8.50		
13	Total Expenses	1.54	1.33	1.57	4.81	4.89	13.23		
14	Profit / (Loss) from operations before exceptional and extraordinary items and tax (3-4)	-12.46	-1.33	0.45	-14.41	2.72	140.52		
15	Exceptional Items	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	Profit / (Loss) from ordinary activities before extraordinary items & tax (5-6)	-12.46	-1.33	0.45	-14.41	2.72	140.52		
17	Extraordinary items	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	Profit / (Loss) from Ordinary activities before tax (7-8)	-12.46	-1.33	0.45	-14.41	2.72	140.52		
19	Tax expenses	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.03		
20	Current year Tax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03		
21	Income Tax for Earlier Years	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00		
22	Deferred Tax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	Net Profit / (Loss) from Ordinary activities after tax (9-10)	-12.60	-1.33	0.45	-14.55	2.72	140.49		
24	Profit / (Loss) from discontinuing operation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	Profit / (Loss) from discontinuing operations after Tax (12-13)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	Net Profit / (Loss) for the period (11+14)	-12.60	-1.33	0.45	-14.55	2.72	140.49		
27	Other Comprehensive Income (net of Taxes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	A. (Items that will not be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	(i) Income tax relating to Items that will not be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30	B. (i) Items that will be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	(ii) Income tax relating to Items that will be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	Total Comprehensive Income for the Period (15+16) (Comprising Profit / (Loss) and other comprehensive income for the Period)	-12.60	-1.33	0.45	-14.55	2.72	140.49		
33	Paid-up equity share capital (Shares of Rs 10/- each)	220.22	220.22	220.22	220.22	220.22	220.22		
34	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.90		
35	Earnings per Equity share (Rs. 10/- each) for continuing operation : (not annualised)								
36	(a) Basic	-0.057	-0.006	0.002	-0.066	0.012	0.638		
37	(b) Diluted	-0.057	-0.006	0.002	-0.066	0.012	0.638		
See accompanying notes to the financial results									
Notes:									
1 The statement of standalone unaudited financial results for the quarter and half year ended September 30 has been prepared in compliance with the recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standards 34 "Interim Financial Reporting"(Ind AS 34)" Prescribed under section 133(3) of the Companies Act, 2013 required with relevant rules issued thereunder and other prescribed accounting practices and policies generally accepted in India.									
2 The above unaudited financial results have been reviewed by Audit Committee and approved by board of Director at their meeting held on 09.02.2023.									
3 The above financial results has been subjected to limited review by the statutory auditor of the company.									
4 The figure for the previous period has been regrouped /rearranged where considered necessary to conform to the current year classification.									
5 This statement is as per Regulation 33 of SEBI (Listing obligation and disclosure obligation) Regulation, 2015 as amended.									
6 There is no investor Complaints received or pending as on quarter ending 31st December, 2022.									
For and on behalf of the Board of Directors									
For Spangle Marketing Limited									
Place: Kolkata					Date: 09.02.2023				
Sd/- S. K. Parida					Sd/- Amit Kumar Giri				
Whole Time Director					Company Secretary				
DIN:00062443					PAN:AOXP9060P				

ভাঙড়ের বিধায়ককে আবার জেল হেফাজতের নির্দেশ বারুইপুর মহকুমা আদালতের



উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুৰ, ৯ ফেব্রুয়ারি : ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকে বৃহস্পতিবার বারুইপুৰ আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজত দিল আদালত। কলকাতার ধর্মতলায় পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধের পরেই গ্রেফতার হয়েছিলেন ISF বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। তারপর থেকে এক বারের জন্যও মিললো না জামিন। বৃহস্পতিবারও বারুইপুৰ আদালতে খারিজ হয়ে গেল তাঁর জামিনের আবেদন। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতেই থাকতে হবে নওশাদকে । ঘটনাচক্রে, আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি নওশাদ সহ ধৃতদের ‘নিশাচর মুক্তি’র দাবিতে কলকাতায় মিছিলের ডাক দিয়েছে ISF। সূত্রের খবর, এদিন আদালতে নওশাদের আইনজীবী রাজা বাজেট অধিবেশনে তাঁর উপস্থিত থাকার পক্ষে সওয়াল করে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু নওশাদের আইনজীবীর কোনও সওয়ালেই কাজ হয়নি। বাজেট অধিবেশনের জন্য জামিনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সুবিধা দেওয়া যাচ্ছে না নওশাদ সিদ্দিকি-কে, শুনানির শেষে এমন নির্দেশ দেয় আদালত। এদিন সকালে বারুইপুৰ মহকুমা আদালতে পেশের সময় বেশ খোশমেজাজেই দেখা যায় ISF-এর বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিকে। আদালত চত্বরে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে বেশ হাসিমুখেই কথা বলেন

এজলাসেই ইডি’র হাতে গ্রেফতার ব্যবসায়ী, হাওড়ার পাণ্ডের নিয়ে কড়া হাই কোর্ট



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : হাওড়ার পাণ্ডে ব্রাদার্সদের নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করল কলকাতা হাই কোর্ট। খারিজ হয়ে গেল জামিনের আবেদন। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী এজলাস থেকেই ইডি’র হাতে গ্রেফতার হবেন ব্যবসায়ী শৈলেশ পাণ্ডে ও তার এক সহযোগী। এজলাস থেকে এভাবে অভিযুক্তের গ্রেফতার নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই জেরে শেরগোল দেখা দেয়। শিবপুরেও একটি আবাসনের ফ্ল্যাট ও গাড়ি থেকে নগদ আট কোটি টাকা উদ্ধারের ঘটনার তদন্ত নেমে অনলাইনে বিদেশি মুদ্রা কেনাবেচা সমক্রান্ত পাঠের নামে প্রতারণা-চক্র চালানোর হিসাব আগেই পেয়েছিল কলকাতা পুলিশ। প্রসঙ্গত, গত অক্টোবর মাসে হাওড়ায় বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধারের

পূর্ব রেলওয়ে

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে বিশেষ অডিট রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুযোগ থেকে কোন যোগ্য উপভোক্তা যাতে বঞ্চিত না হন তা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন দপ্তরের তথ্য একত্রিত করে বিশেষ অডিট করছে। রাজ্যের প্রতিটি পরিবারের প্রত্যেক সদস্য কোন কোন প্রকল্পের সুযোগ পাচ্ছেন বা পাচ্ছেন না সেই তথ্য সংগ্রহ করে একটি সামাজিক তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা হবে। মার্চ মাসের মধ্যে এই তথ্যভাণ্ডার তৈরীর কাজ শেষ হবে। বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর এই তথ্যভাণ্ডার তৈরির কাজ করছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ বিবেদী বিভিন্ন দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে এই কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। দুমাসের মধ্যে কাজ শেষ করার তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। নতুন এই ব্যবস্থায় প্রতিটি পরিবারের তথ্য যাচাই করে সেই পরিবারের সদস্যরা কোন কোন প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন এবং কোন কোন সুবিধা পাওয়ার যোগ্য তা দেখা হবে। উপযুক্ত কেউ যদি কোনও পরিষেবা বা সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকেন তবে তাকে সেই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে তৎক্ষণাত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। দূর্য্যের সরকার কর্মসূচির পরবর্তী ধাপ হিসেবে এই নয়া ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে।

REGENCY TRUST LIMITED			
Reg. Office: 39 B B Road, Ground Floor, Near DumDum Central Jail, Kolkata - 700028, Corp Office: G-10, Harrmony, 3rd Cross Lane Lohandwala Complex, Andheri West, Mumbai - 400063. CIN: L27109WB1989PLC045119 Contact No. 8108892327 Website: www.regencytrust.co.in Email ID: rtd2011@gmail.com			
EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022			
(₹ in Lakhs)			
Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31-Dec-22 Unaudited	Nine Months ended 31-Dec-22 Unaudited
1	Total Income from Operations	21.02	106.02
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1.22	2.71
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1.22	2.71
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	0.87	1.53
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax)	0.87	1.53
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each)	100.00	

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বাৰ্ত্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৭১ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৬ মাঘ ১৪২৯

বিজ্ঞান এবং অবিজ্ঞান...

কোনটা বিজ্ঞান আর কোনটা অবিজ্ঞান তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বলা হচ্ছে যা বিজ্ঞান নয় তাই অবিজ্ঞান। অবিজ্ঞান বলে কোনও সত্য হতে পারে না। কারণ বিজ্ঞান এখন মানুষের একটি বিশেষ অংশ। একে বাদ দিয়ে মানুষ চলতে পারে না। মানুষ যেদিন থেকে সভ্য হতে

সম্পাদকীয়

করাটা বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে পড়ে। মানুষ একটি সময়ে আর কাচা মাংস থেকে ইচ্ছা প্রকাশ করছিল না। তারা তখন মাথা থেকে আগুনকে আবিষ্কার করলো। পাথর দিয়ে ঠকাটুকি করে আগুন আবিষ্কার করে ফেলল। আর সেই পথ ধরে বিজ্ঞান ক্রমশ সমানে দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে। তারপরে মানুষ সৃষ্টি করলো চাষবাস। চাষবাস করে তারা ফসল ফলাতে শুরু করলো। আর একটি ধাপ এগিয়ে গেল বিজ্ঞানের প্রসার। মানুষ এবার থেকে স্বয়ং খাদ্য রান্না করতে শুরু করলো। তার জন্য তৈরি হল বাসনকোসনা। গুহা থেকে বের হয়ে এসে ঘর বাড়ি তৈরি করতে থাকলো। গাছপালা চিনতে থাকলো। গাছপালা চিনে তারা সেগুলিকে ঔষধি কাজের লাগাতে থাকলো। আসলে মানুষ সব সময়ে নিজেকে পরিবর্তন করতে শুরু করে। এই পরিবর্তন কালে বিজ্ঞান এসে মানুষের পাশে দাঁড়ায়। বিজ্ঞান না থাকলে মানুষ একেবারে অচল বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানকে সেই কারণে সব সময়ে ব্যবহার করে থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ক্রমশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে শুরু করে দিয়েছে। আজ থেকে এক হাজার বছর আগে বিজ্ঞানের সঙ্গে আজকের বিজ্ঞানের কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিজ্ঞান যে ক্রমশ এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তার প্রমাণ পেতে গেলে দেখতে হবে অতীতে বিজ্ঞান চর্চা কতখানি উন্নতি লাভ করেছিল। বিজ্ঞান কোনও সময়ে একটি স্থানে থেমে থাকে না। সব সময়ে চলতে থাকে। সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। যে চাঁদ মামায় একটি সময়ে গল্পে বড়ি সুতো কাটতো। সেই কল্পনা এখন আর দেখতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব। কল্পনা একেবারে পাল্টে গিয়েছে। কল্পনা একন বাস্তবে পণিত হয়ে গিয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমরা চন্দে গিয়ে পৌঁছাতে পেরেছি। চাঁদকে জয় করতে পেরেছি যেগুলিকে জয় করতে পারেনি যারা মহাকাশে রয়েছে তাদেরকে নিয়ে এখনও গল্প করতে শুরু করেছি। এগুলিকে আমরা কল্প কাহিনী বলে থাকি। আবার বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প বলে থাকি। বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প আবার বিজ্ঞানকে সমানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কল্প বিজ্ঞান অনেক সময়ে সায়োল ফিকশনে পরিণত হতে থাকে। সত্যজিৎ রায় বলেছেন, বিজ্ঞানকে নিয়ে বেশি করে চর্চা করতে হবে গল্পের মধ্যে দিয়ে। বিজ্ঞান যত বেশি করে গল্পের মধ্যে নিহিত হতে থাকবে ততই বিজ্ঞান মনস্কতা বৃদ্ধি পেতে থাকতে। নাহলে এই নিরস বিজ্ঞান চর্চা বাংলা থেকে ক্রমশ দূরে সরে থাকবে। সেই কারণে তিনি বারবার বলেছেন বিজ্ঞান চর্চার বৃদ্ধি করতে হবে। ছোটদের বিজ্ঞান বিষয়ের ওপরে আগ্রহী করে তুলতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প। নাহলে বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা ক্রমশ তলানিতে গিয়ে পৌঁছাতে থাকবে। বিজ্ঞানকে যারা তত বেশি করে গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে তারা ততই আধুনিক সভ্যতা এগিয়ে গিয়েছে। একটি সময়ে বিজ্ঞান শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিল। তার ফলে ইংল্যাণ্ড উন্নত জাতে পরিণত হয়। ভারত সেই শিল্প বিপ্লবের সাথী হতে পেরেছিল। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ইংল্যাণ্ড ভারতে এসে উপনিবেশ স্থাপন করে। ফলে বিলাতের শিল্প বিপ্লবের প্রভাব ভারতের ওপরে এসে পড়ে এবং বহু ভারতীয়রা বিলাতে গিয়ে বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে সিভি রমনের নাম। এর আগে বিজ্ঞান প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের নাম অতি অবশ্যই করতে হয়। তাঁরা না থাকলে ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চা এগোতে পারতো না। তৈরি হতেন না বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোস। ফলে ভারতের বিজ্ঞান চর্চাকে এগিয়ে দিল বহু প্রতিভাবান ব্যক্তির। যারা ক্রমাগত বিজ্ঞান চর্চকে তাঁদের পায়েয় করে নিয়েছিলেন। ভারতে সংস্কৃত চর্চা হয়েছে। ভাষা চর্চা রয়েছে। ধর্ম চর্চা হয়েছে প্রচুর। কিন্তু এখন বিজ্ঞান চর্চা করার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। বিজ্ঞান চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্য চাই সরকারি উদ্যোগ। বিজ্ঞান চর্চাকে কীভাবে শ্রীবৃদ্ধি করা যেতে পারে তা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। স্কুল স্তর থেকে বিজ্ঞান চর্চার অগ্রসর ঘটাতে হবে। এর জন্য পাঁচ বা দশ বছর ধরে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতির জন্য অর্থ বর্ধাদ করতে হবে। নাহলে কিন্তু বিজ্ঞান চর্চা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। চাই উন্নতমানের বিজ্ঞান চর্চা যা ইসলামেল গ্রহণ করেছে। তারা মরুভূমিতে ফল ফলাচ্ছে। স্বয়ং নির্ভর হয়ে গিয়েছে তারা। তারা আধুনিক প্রযুক্তির অন্যতম কাগিরগ তৈরি হয়েছে। সেই কারণে দরকার হচ্ছে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার। এটা না করতে পারলে মনো ভারত গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব। ধর্ম দিয়ে দেশে এগোতে পারে না। ধর্ম থাক ধর্মের স্থানে। ধর্মের বদলে একন বেশি করে বিজ্ঞান চর্চার খুবই প্রয়োজন যা জাপান করতে পেরেছে। চিন বিজ্ঞান চর্চার ওপরে জোর দিয়ে নিজদের শক্তি বৃদ্ধি করতে পেরেছে। ভারতবর্ষ কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন সভ্য দেশ হয়েও বিজ্ঞান চর্চার দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছে। এর থেকে এখন ভারতকে রক্ষা করতে হবে। বিজ্ঞানের প্রসারতা দিকে বেশি করে মনোনিবেশ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও পর্বন্ত বিজ্ঞান চর্চা করে গিয়েছেন। তিনি মাতৃভাষার ওপরে বিজ্ঞান চর্চার ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন বলেই তিনি একটি বিজ্ঞান বিষয়ক অমূল্য বই রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।



ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব সময়ে নিজের মুখ দিয়ে মা ভবতারিণীরবাণী প্রচার করতেন। মুখ দিয়েই সবাইকে ধর্ম কথা শোনাতেন। তিনি কোনও দিন লিখে কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের মনের কথাকে ঠাকুর বলতেন অন্তর দিয়ে। ভক্তি দিয়ে। তাঁর কথাকে লিখে নিতেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তিনি সব সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর কাজই ছিল ঠাকুর যা বলছেন তা লিখে নেওয়া। ঠাকুরের সেই কথাগুলো পরবর্তীকালে একসঙ্গে প্রকাশিত হল বই ঠাকুরো। সেই বইয়ের নামকরণ হল ‘রামকৃষ্ণকথামৃত’। এই বইটাকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জীবন দর্শন বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দিব্য দর্শনের চিত্রও দেখতে পাওয়া যায়। জীবনের অতি সাধারন কথার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর তত্ত্ব কথাকে ব্যাখ্যা করেছেন।

বিপ্লবী দলের লাল খাতায় কলকাতা পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট

রবীন্দ্র কুমার শীল

১৯০৫ সালে ৭ অক্টোবর গোপীনাথ সাহা জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল বিজয়কৃষ্ণ সাহা। মাতার নাম ছিল সুরবালা সাহা। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু হলে নাবালক গোপীনাথকে বিজয়কৃষ্ণ সাহার পৈতৃত বাড়ি শ্রীরামপুরের অক্সফোর্ড স্ট্রীটে (আধুনা ক্ষেত্রমোহন সাহা স্ট্রিট) চলে আসেন। গোপীনাথ সাহারা ছিলেন চার ভাই। বড়জন শ্যামসুন্দর, মেজ মদনমোহন, গোপীনাথ এবং বিশুনাথ। গোপীনাথকে ইউনিয়ন ইস্‌টিটিউশনে ভর্তি করে দেওয়া হল। কিন্তু স্কুলে ভর্তি করলে কী হবে তিনি বিপ্লবী কাজে অংশ গ্রহণ করতে এই ধরনীতে উপস্থিত হয়েছেন। সুতরাং তাঁর স্কুলে ডাশনা আর বেশি দিন হয়নি। স্বদেশে মস্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তিনি দেশের কাজ করতে শুরু করলেন। গুপ্ত সমিতির হয়ে কাজ করতে শুরু করলেন। তাঁকে বিপ্লবী মস্ত্রের দীক্ষিত করেছিলেন তাঁর স্কুলের শিক্ষক দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়। তিনি অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষের (মাস্টার মশাই) কাছে গোপীনাথকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন বাংলার বিপ্লবী সমিতির সব সদস্যরাই জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে খুবই শ্রদ্ধা এবং সম্মান দিতো। গোপীনাথ সাহা আবার কলকাতার আতঁত্রাণ সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি আবার বিপিন বিহারী গান্ধুলীর যুগান্তর দলের সদস্য ছিলেন। পরিচয় ছিল ভগৎ সিং, শরিশুনাথ স্যানাল সহ বিপ্লবীদের সঙ্গেও। তখন বাংলার জুড়ে অংশ গুপ্ত সমিতির গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছে। বরাহনগর গোষ্ঠী, মধ্য কলিকাতা গোষ্ঠী, চাঁপাতলা গোষ্ঠী, মলঙ্গা লেন গোষ্ঠী, শিবপুর গোষ্ঠী, চন্দননগর গোষ্ঠী, হাওড়া গোষ্ঠী, মেদিনীপুর গোষ্ঠী। এত গোষ্ঠী তৈরি হলেও কিন্তু সবার মধ্যে মিলমিশ ছিল। প্রয়োজন হলে সবাই সবার কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল না। বাংলা থেকে যখন অরবিন্দ ঘোষ বিপ্লবী আন্দোলন ত্যাগ করে পণ্ডিচেরী চলে গেলেন তখন সেই শূন্য স্থান পূরণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন রাসবিহারী বোস ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)। বাঘা যতীনের কাজ ছিল বাংলা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করা। কারণ বাংলা তখন ইংরেজদের মূল ঘাঁটি ছিল। আর বাংলার বাইরে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন রাসবিহারী বোস। তবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি রডা কোম্পানি অস্ত্র সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেন বাঘা যতীন। তার থেকে প্রমাণিত হয় তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। বিপ্লবী বিপিন বিহারী গান্ধুলীর কাজ ছিল ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সেনাদের কাছ থেকে অস্ত্র এবং তালুকদার সেনাদের বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা এবং রাস বিহারী বোসের কাজ ছিল বাংলার বাইরে ভারতীয় সেনাদের নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিস্থিতি তৈরি করা। বাংলা এবং বাংলার বাইরে ইংরেজ বিরোধী ব্যক্তির পরিস্থিতি তৈরি করা একেবারে অসম্ভব ছিল সেটা কিন্তু যতীন্দ্রনাথ এবং রাসবিহারী বোস বুঝতে পারেনি। তার ফলে ওড়িশায় বালেশ্বর যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি। বালাসোরের লোকেরা বিপ্লবীদের ডাকাতে বলে মনে করতে শুরু করলো। তারা ইংরেজ সেনাদের সহযোগিতা করতে থাকে। বালেশ্বর যুদ্ধে যতীন্দ্রনাথ গুরুতর আহত হয়েছিলেন। নরেন ও মনোরঞ্জন আত্মসমর্পণ করেন। আর

জ্যোতিষ পালের দ্বীপান্তর হয়েছিল। পরে বহরপুর জেলে ১৯২৪ সালে ৪ ডিসেম্বর তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। বালেশ্বর যুদ্ধে ইংরেজ সরকারের হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন চার্লস টেগার্ট। এটাকে মনে রাখতে হবে। নাহলে কিন্তু গোপীনাথ সাহার চার্লস টেগার্টকে হত্যা করার কারণটা একেবারে হারিয়ে যাবে। বিপ্লবী পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এছাড়া আর কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। এমন একজনকে বাছাই করতে হবে যাকে বিপ্লবী দলের সদস্যরা বেশি চেনে না। খুবই অল্প চেনে এবং যে বিপ্লবী দলের



কাউকে বেশি জানে না। যদি সে ব্যর্থ হয় তাহলে সে কিন্তু ধরা পড়লে কারোর নাম ব্যক্ত করতে পারবে না। তাঁর ওপরে অকথ্য অত্যাচার নেমে আসবে। সেই অত্যাচারে সে কারা কারা তার সঙ্গে বাইরে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন রাসবিহারী বোস। তবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি রডা কোম্পানি অস্ত্র সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেন বাঘা যতীন। তিনি থেকে প্রমাণিত হয় তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। বিপ্লবী বিপিন বিহারী গান্ধুলীর কাজ ছিল ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সেনাদের কাছ থেকে অস্ত্র এবং তালুকদার সেনাদের বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা এবং রাস বিহারী বোসের কাজ ছিল বাংলার বাইরে ভারতীয় সেনাদের নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিস্থিতি তৈরি করা। বাংলা এবং বাংলার বাইরে ইংরেজ বিরোধী ব্যক্তির পরিস্থিতি তৈরি করা একেবারে অসম্ভব ছিল সেটা কিন্তু যতীন্দ্রনাথ এবং রাসবিহারী বোস বুঝতে পারেনি। তার ফলে ওড়িশায় বালেশ্বর যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি। বালাসোরের লোকেরা বিপ্লবীদের ডাকাতে বলে মনে করতে শুরু করলো। তারা ইংরেজ সেনাদের সহযোগিতা করতে থাকে। বালেশ্বর যুদ্ধে যতীন্দ্রনাথ গুরুতর আহত হয়েছিলেন। নরেন ও মনোরঞ্জন আত্মসমর্পণ করেন। আর

সমিতি বিপ্লবী দলকে অস্ত্র এবং বোমা সরবরাহ করতো। আবার চুঁচুড়া বিপ্লবী সমিতির লোকেরা বহু বিপ্লবীদের গোপনে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিতা। কবি নজরুণও বহুবার গোপনে চুঁচুড়াতে গিয়ে বিকালের দিকে আধা অন্ধকারের মধ্যে গভীর বন জঙ্গলে প্রবেশ করে বিপ্লবী তরুণদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। গোপীনাথ সাহা চুঁচুড়াতে গভীর বনজঙ্গলে গিয়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেছেন। তবে সব কিছুই কিন্তু বিপ্লবী নেতার নির্দেশে পরিচালিত হতো। তাঁর কারণে সবাই মান্য করতো। গোপীনাথ সাহাও চুঁচুড়ার গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি পর্ব। চার্লস টেগার্ট হত্যা পর্ব। চার্লস টেগার্ট জন্ম

কারাগারে ঢোকানো হল। শুরু হল বিখ্যাত আলিপুর বোমা মামলা। বিপ্লবী অরবিন্দকে প্রেফতার এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে গুলি করে হত্যা বিপ্লবী সমিতি সদস্যদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে চার্লস টেগার্ট জীবিত থাকলে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া একেবারে অসম্ভব। তৈরি হতে শুরু করলো পরিকল্পনা। ইতিমধ্যে টেগার্টের ওপরে চাপ সৃষ্টি হতেই তিনি কলকাতা ত্যাগ করে ফ্রান্সে চলে গিয়ে ব্রিটিশ গুলন্দাজ বাহিনীতে যোগদান করলেন। ১৯২৬ সালে আবার কলকাতায় ফিরে এলেন পুলিশ কমিশনার হয়ে। তিনি তখন বিপ্লবী দলের মধ্যে চর ঢুকিয়ে দিলেন। আগেও

চাকি যে মজফফরপুরে গিয়েছে কিংফোর্ডকে হত্যা করতে সেই খবরও আগাম পেয়ে গিয়েছিল লালবাজার। সতর্ক করে দিয়েছিল কিংসফোর্ডকে চলাফেরা বেশি না করতে এবং সতর্ক হয়ে থাকতে বলা হয়েছিল ইন্টেলিজেন্স বিভাগ থেকে। ফলে কোনও সময়ে কোথা দিয়ে কোন পথ ধরে কিংসফোর্ড যাবেন তা গোপনই থাকতো। সব সময়ে ঘড়ি ধরে চলাফেরা করতেন না। আধ ঘণ্টা পার হয়ে যাওয়ার পর বা আধ ঘণ্টা আগে তিনি মোড়ার গাড়ি নিয়ে চলে গিয়ে ব্রিটিশ গুলন্দাজ বাহিনীতে যোগদান করলেন। ১৯২৬ সালে আবার কলকাতায় ফিরে এলেন পুলিশ কমিশনার হয়ে। তিনি তখন বিপ্লবী দলের মধ্যে চর ঢুকিয়ে দিলেন। আগেও

গোপীনাথ সাহা কতদূর পর্বন্ত যেতে পারেন তার খবর রাখতেন তিনি। এটা নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বয়ং টালর্স টেগার্ট। তবে তিনি আবার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তিনি একবার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেছিলেন, “যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) যদি একজন ইংলিশমান হতেন তাহলে তার মূর্তি ট্রাফলগার স্কোয়ারে স্থাপিত হতো।” কথা হচ্ছে যে বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সব তথ্য যদি লালবাজার আগে থেকে জানতে পারতো তাহলে কেন তা বন্ধ করতে তৎপর হতো না? আসলে যারা গুপ্তচরবৃত্তি করতো তার সব খবর সঠিকভাবে পেলেও পুরো খবর পেত না। ভাসাভাসা খবর পেত। তাই তারা পুলিশকে জানাতো। পুলিশ সেই খবরের ওপরে ভিত্তি করে এগাতো। তবে চার্লস টেগার্ট যে বিপ্লবীদের দলের লাল খাতায় নাম লিখিয়ে ফেলেছেন তা তিনি স্বয়ং জানতেন। আমি আগেই বলেছি নিজের জীবনকে বাজি রেখে কাজ করতে খুবই ভালোবাসতেন তিনি। নিজে আইরিশ হয়েও ব্রিটিশদের খুব কাছের লোক ছিলেন এবং বিশ্বস্ত লোক ছিলেন। গোপীনাথ সাহা ধুমকেতু অফিসে আসছেন তার খবরও টেগার্টের কাছে ছিল। ধুমকেতু অফিসে কারা কারা আসা যাওয়া করছে সেই খবর রাখতে শুরু করে সাদা পোশাকের পুলিশ বাহিনী। কলকাতা পুলিশ নেট ওয়র্ক খুবই সক্রিয় ছিল। এটা জনার কথা না বিপ্লবীদের। তারা তাদের নিজদের কাজ করতো। পুলিশ তাদের কাজ করতো। তার ফাঁক দিয়েই বিপ্লবীরা নিজদের কাজ করতে থাকতো। রডা কোম্পানির অস্ত্র লুট পুলিশের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। পুলিশ খুবই তৎপর হতে থাকে সেই সব অস্ত্র উদ্ধার করতে। পুলিশ জানতো যে রডার অস্ত্র তাদের এবং ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। টেগার্টও তৎপরতা দেখাতে শুরু করেন। রাস বিহারী বোস কলকাতার তথ্য বাংলার বাইরে বিপ্লবী সংগঠন করতে আগ্রহী ছিলেন। কারণ রাস বিহারী বোস কলকাতায় ব্রিটিশ পুলিশের নেট ওয়র্ক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি জানতেন যে কলকাতায় বিপ্লবী দলের সদস্যরা সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারবে। গুপ্তচর নিয়োগের বিপ্লবী দল যে রকম কাজ করতে পারতো পারতো কলকাতার বিপ্লবী দলের লোকেরা সেই রকমভাবে কাজ করতে পারতো না। পাড়ায় পাড়া পুলিশ বাহিনী গুপচর নিয়োগ করে দিয়েছিল। তাদের মারফৎ লালবাজারের কাছে আগাম ছিল। তাঁকে প্রশিক্ষণ দেওয়া থেকে শুরু করে সব কিছুই গোপনে তোড়জোড় করতে শুরু করে দিয়েছে সেই খবর রাখতে চার্লস। শুধু গোপীনাথ সাহাকে প্রেফতার করার জন্য অপেক্ষা করছিল লালবাজার। ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল

নির্বাচন নিয়ে কতটা প্রস্তুত এরদোগান?

বিশেষ প্রতিনিধি

...গত ০৯.০২.২০২৬ সংখ্যার পর তুরস্ক একটি মধ্যম শক্তি হতে পারে, কিন্তু বৃহ শক্তিগুলোর তার নির্বাচনে অংশীদারিত্ব রয়েছে।’ পশ্চিমী নেতারা এরদোগানের বিদায় দেখে খুশি হবেন। পশ্চিমী দৃষ্টিকোণ অনুসারে, এরদোগান রাশিয়ার কাছ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অর্জনের মাধ্যমে ন্যাটোর নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করেছেন, সুইডেন এবং ফিনল্যান্ডের সদস্যপদ অবরুদ্ধ করে ন্যাটো জোটকে হত্যাশ করছেন, নারবার শরণার্থী দিয়ে ইউরোপকে প্লাবিত করার হুমকি দিয়েছেন এবং সাম্প্রতিক মাসগুলোতে গ্রিসের দিকে ক্রমবর্ধমান আক্রমণাত্মক বক্তব্য ছুড়েছেন। ওয়াশিংটনের সাথে আক্ষরার সম্পর্ক এমন পর্যায়ে উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে যেখানে শীর্ষ তুর্কি কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এরদোগানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ এনেছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষক সেলিম কোক বলেছেন, ‘এরদোগানের বিশ্বদর্শন অধিকাংশ পশ্চিমীদের ধারণার চেয়ে অনেক

বেশি উগ্র। তুরস্কের নিকটবর্তী প্রতিবেশী বলয়ে যেখানে আক্ষারা ক্রমবর্ধমানভাবে প্রভাবশালী হচ্ছে সেখানে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমেরিকান এবং ইউরোপীয় অফ সিল্লকে বেশ ধীর মনে হয়। গত মাসের গোডার দিয়ে সিএইচটিপি অবশ্যে একটি এজেন্ডার মত কিছু প্রকাশ করে, কিন্তু এটি ছিল বড় বিনিয়োগের বায়বীয় প্রতিশ্রুতি সর্বশ্ব এবং সংক্ষিপ্ত। এরদোগানের পছন্দের প্রতিপক্ষ হবেন কিছুটা বর্ধহীন প্রবীণ কিলিকদাগ্লু, যিনি ১২ বছর ধরে সিএইচটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অনেক তুর্কি রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলেছেন যে তরুণ, আরো ক্যারিশম্যাটিক ইমামোগ্লু হবেন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু ইমামোগ্লুকে অনেকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে চাইছে। গত মাসে, মেরয়কে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের অপমান করার অভিযোগে দেশী সাব্যস্ত করা হয়। যদিও নির্বাচন নিয়ম অনুসারে তার আইনজীবীরা দেশী সাব্যস্ত হওয়াকে চ্যালেঞ্জ করলে তিনি রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি পেতে পারেন। তবে এরদোগানের এখনো শক্তিশালী সমর্থনে মনে হয় তিনি যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে আটকে রাখতে পারেন, বিশেষত যদি বসন্তে অর্থনীতিতে পুনরুদ্ধারের লক্ষণ দেখা যায়। এরদোগান সংযুক্ত আরব আমিরাত

কিলিচদাগ্লু। তুরস্কের অর্থনীতিকে মেরামত করার জন্য একটি সুস্পষ্ট কৌশল তুলে ধরার জন্য টেবিল অফ সিল্লকে বেশ ধীর মনে হয়। গত মাসের গোডার দিয়ে সিএইচটিপি অবশ্যে একটি এজেন্ডার মত কিছু প্রকাশ করে, কিন্তু এটি ছিল বড় বিনিয়োগের বায়বীয় প্রতিশ্রুতি সর্বশ্ব এবং সংক্ষিপ্ত। এরদোগানের পছন্দের প্রতিপক্ষ হবেন কিছুটা বর্ধহীন প্রবীণ কিলিকদাগ্লু, যিনি ১২ বছর ধরে সিএইচটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অনেক তুর্কি রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলেছেন যে তরুণ, আরো ক্যারিশম্যাটিক ইমামোগ্লু হবেন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু ইমামোগ্লুকে অনেকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে চাইছে। গত মাসে, মেরয়কে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের অপমান করার অভিযোগে দেশী সাব্যস্ত করা হয়। যদিও নির্বাচন নিয়ম অনুসারে তার আইনজীবীরা দেশী সাব্যস্ত হওয়াকে চ্যালেঞ্জ করলে তিনি রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি পেতে পারেন। তবে এরদোগানের এখনো শক্তিশালী সমর্থনে মনে হয় তিনি যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে আটকে রাখতে পারেন, বিশেষত যদি বসন্তে অর্থনীতিতে পুনরুদ্ধারের লক্ষণ দেখা যায়। এরদোগান সংযুক্ত আরব আমিরাত

এবং সৌদি আরব থেকে বিনিয়োগ এবং ব্যাংক আমানতের ওপর হিসাব কষছেন। আর তুরস্কে রাশিয়ার প্রাকৃতিক গ্যাস রফতানির কেন্দ্র করার জন্য পুতিনের প্রতিশ্রুতি হতাশা দূর করতে সাহায্য করবে। এরদোগান কৃষসাগরে তুরস্কের নিজস্ব প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান নিয়োগ কথা বলছেন, যা নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছে। গত মাসে, তিনি নূনতম মজুরি ৫৫ শতাংশ বৃদ্ধির ঘোষণা দেন গত সপ্তাহে, তিনি বেসামরিক কর্মচারীদের বেতন ও পেনশন বাড়িয়েছেন। এরদোগান এবং তার দল কুর্দি সন্ত্রাসবাদ ও পশ্চিমী ভ্রষ্টতার পুরোনো বক্তব্যের পাশাপাশি পারিবারিক এবং ইসলামিক মূল্যবোধের জন্য সমকামিতার মতো মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিবিরোধী বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। গ্রিসের দখলদারিত্বের প্রতি তার হুমকি জাতীয়তাবাদী চেতনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এসব কৌশল এরদোগানকে আগে নির্বাচনে জিততে সাহায্য করেছে। এসব আদরও সাহায্যকারী হতে পারে। তুর্কিরা তাদের ভোট না দেওয়া পর্যন্ত, পশ্চিমী নেতারা এরদোগান জমানার অবসান ঘটাতে সচেষ্ট থাকতে পারেন।

টেলি-বলির টুকরো খবর

‘রবীন্দ্রনাথের কথা সত্যি প্রমাণ করতে আমরা পারিনি, শাহরুখ পেরেছে...’, মুফ্ত অনিবার্ণ

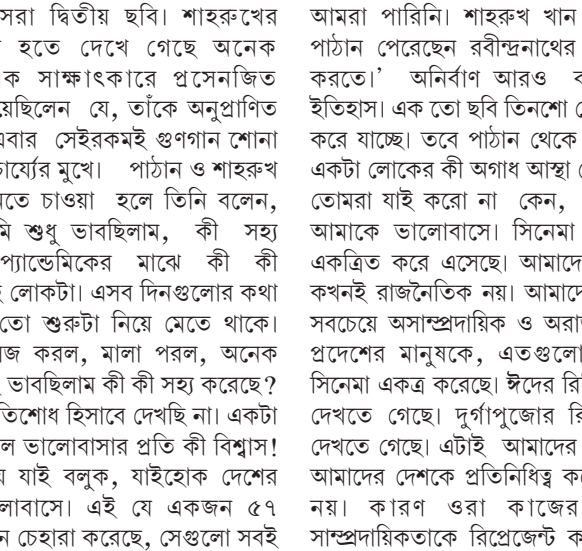
হার মানতে জানেন না শাহরুখ খান। তাই তো বারংবার ফ্লপের মেঘ যখন ঢেকে দেয় তাঁর জৌলুস, তখন তখনই তা ভেদ করে বেরিয়ে এসে নিজের আলোকেিত হয়ে ওঠেন বলিউডের অপ্রতিরোধ্য বাদশা। ৫৭ তেও তিনি প্রমাণ করে

দিলেন যে, তিনি স ি ত ্য হ- অ পু তি রো ধা য় রিলিজের প্রথম দিন থেকে বক্স অফিসে নানা বিধ রেকর্ড ভেঙেছে শাহরুখের ‘পাঠান’। দ্বিতীয় সপ্তাহে বক্স অফিসে একে একে রেকর্ড ভাঙছে এই ছবি। ব্যবসার নিরিখে এই ছবি



টিক আছে। এটা তো সত্যিই বানিজ্যিক ছবির জন্য দরকার কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও লোকটার যে বিশ্বাস। আমরা কত ছোট ছোট বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়ে ফেলি। বলি এটা আমার সাথে অন্যা্য হয়েছে, এটা আমার সঙ্গে টিক হয়নি। অথচ একটা ১৪০ কোটির দেশের সিনেমন যে, তিনি স ি ত ্য হ- অ পু তি রো ধা য় রিলিজের প্রথম দিন থেকে বক্স অফিসে নানা বিধ রেকর্ড ভেঙেছে শাহরুখের ‘পাঠান’। দ্বিতীয় সপ্তাহে বক্স অফিসে একে একে রেকর্ড ভাঙছে এই ছবি। ব্যবসার নিরিখে এই ছবি

এখাবৎ কালের সেরা দ্বিতীয় ছবি। শাহরুখের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখে গেছে অনেক তারকাই। এক সাক্ষাৎকারে প্রসন্নজিত চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন যে, তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন শাহরুখ। এবার সেইরকমই গুণগান শোনা গেল অনিবার্ণ ডট্টাচার্যের মুখে। পাঠান ও শাহরুখ খান সশরপর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ‘বিরট ঘটনা। আমি শুধু ভাবছিলাম, কী সহ্য করেছে লোকটা? প্যান্ডেমিকের মাঝে কী কী অপবাদ সহ্য করেছে লোকটা। এসব দিনগুলোর কথা ভাবছিলাম। সবাই তো শুকুটা নিয়ে মেতে থাকে। যেদিন পাঠান রিলিজ করল, মালা পরল, অনেক কিছু হলো, সেদিনই ভাবছিলাম কী কী সহ্য করেছে? আমি বিষয়টাকে প্রতিশোধ হিসাবে দেখছি না। একটা মানুষের ফাভামেন্টাল ভালোবাসার প্রতি কী বিশ্বাস! আমি জানি যে, যে যাই বলুক, যাইবোক দেশের মানুষ আমায় ভালোবাসে। এই যে একজন ৫৭ বছরের লোক, এমন চেহারা করেছে, সেগুলো সবই



এলএসডি সিনেমা নিয়ে গর্জে উঠলেন সোহম-সায়নীরা

মুক্তির একদিন আগে বিপাকে সোহম চক্রবর্তী প্রযোজিত ও সায়ন্তন ঘোষাল পরিচালিত ছবি ‘এলএসডি, লাল সুট’কেসটা দেখেছেন?’। শুক্রবার মুক্তি পাওয়ার কথা এই ছবি, কিন্তু বুধবার বিকেল অবধি এই ছবিকে সেন্সর সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি আর সেই কারণেই ঘোষণা করা হয় যে, নির্ধারিত দিনে ছবিটি মুক্তি পাবে না। তবে সোহম চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান যে, আপাতত শুক্রবারই মুক্তি পাচ্ছে এই ছবি। তবে ছবির সেন্সর নিয়ে অহেতুক সমস্যা তৈরি করেছিল সেন্সর বোর্ড। সোহমের দাবি, তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণেই এই সমস্যা তৈরি হয়। বৃহস্পতিবার সাত সকালে সোহমের প্রযোজনা সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়, ‘অত্যন্ত ক্ষোভ এবং খিঁক্বারের সঙ্গে সোহম এন্টারটেইনমেন্ট ও টিম LSD (লাল সুট’কেস টা দেখেছেন)-র পক্ষ থেকে আমরা জানাচ্ছি যে সেন্সর সার্টিফিকেট না পাওয়ার জন্য নির্ধারিত দিন অর্থাৎ আজ শুভ মুক্তি হচ্ছে না ছবির। দীর্ঘদিন আগেই ছবিটি সেন্সর কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হলে, কর্তৃপক্ষের তরফে প্রথমে আমাদের ছবি থেকে সাত থেকে আটটি সল্যাপ বদলের কথা বলা হয়, সঙ্গে এও জানানো হয় ছবির টাইটেল ট্রাকে এমন কিছু শব্দ রয়েছে যা ব্যবহার করা যাবে না। যদিও ইউটিউবে আমাদের টাইটেল ট্রাক সকলে দেখেছেন,

এবং আমরা হলপ করে বলতে পারি এই টাইটেল ট্রাকে এমন কোনো শব্দ নেই যা সেন্সর করায় প্রযোজনীয়তা ছিল। তা সত্ত্বেও তাদের নির্দেশ অনুযায়ী আগেই সম্পূর্ণ পরিবর্তন গুলি করে আমরা ছবির সেন্সর সার্টিফিকেট এর জন্য আবারও আপিল করেছি, কিন্তু ছবির সেন্সর সার্টিফিকেট না দিয়ে এখন ছবিটির নির্মমভাবে কঠে রেখ করতে চাইছেন তারা। সিনেমার প্রতি এই নির্মমতা কেন? সেন্সরশিপের নামে, একটি প্রচেষ্টাকে এমন করে নস্যা করে ফেলার পরিকল্পনা কোন উদ্দেশ্যে?’ এমনকী এই ঘটনার প্রতিবাদে একটি সাংবাদিক বৈঠকও সোহম চক্রবর্তী, সায়নী ঘোষ, ছবির পরিচালক সায়ন্তন ঘোষাল সহ ছবির অন্যান্য কলাকুশলীরা। সোহম চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়, ‘অভিযোগের সুরে তিনি বলেন, ‘এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে সিনেমার গায়ে এভাবে রাজনৈতিক রং লাগানো হচ্ছে। আমাদের স্টোরা আর্জিনেটিক, আমরা মনে প্রাণে তা মনে করি। কিন্তু সেন্সরদের তরফ থেকে এটাকে বারংবার রাজনৈতিক করে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেন্সর বোর্ডের এক সদস্য বলেন, ‘রাখে রাখে’, ‘কৃষ্য করলে লীলা আমার করলে বিলা’, ‘এলএসডি’ বলা যাবে না। একটা গান রিলিজ করেছে, সেখানে দুটো শব্দ আছে ‘হালুসিনেশন’, ‘ওভারডোজ’ সেগুলো বাদ্যহার করা যাবে না। আমাদের তরফ থেকে বারংবার

বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, আমরা তো ভ্রাগকে প্রোমোট করছি না। বরং এই ছবির মাধ্যমে আশ্চি ভ্রাগস ক্যাম্পেন করা হচ্ছে। তখন ঐ সদস্য বলে আমি কোনও ইন্ডাস্ট্রি চেকা নিইনি। এখানে আমরা একটাই প্রশ্ন, যার ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কোনও দায়বদ্ধতা নেই তাহলে তাঁকে সেই জায়গায় কেন বসিয়ে রাখা হয়েছে যিনি পদটার অসম্মান করছেন। এমনকী জানতে পেরেছি, সেন্ট্রাল থেকে বার্তা এসেছিল যে এটা তৃণমূলের বিষয়ক সোহম চক্রবর্তীর ছবি, তাই ছবিটা আপাতত আটকে দেওয়া হোক। গতকাল সঙ্গে অবধি দেখাচ্ছিল সার্টিফিকেট ইস্যু হয়নি। তবে আপাতত ১০ মিনিট আগে (১২.৩০ মিনিট নাগাদ) আমরা সার্টিফিকেট হাতে পেয়েছি। ইচ্ছা করে এই যে লেটটা কেন করানো হল? সার্টিফিকেটে এ দেওয়া হয়েছে। আমি এবার দশকের উপরেই ছেড়ে দিই যে, দর্শক এটা দেখুক আর বলুক যে এখানে কী এমন শব্দ আছে যা ভ্রাগকে প্রমোট করা বোঝায়। এটার জন্য পুরো রিলিজটা গম্ভগোল হয়ে গেল। নবীন এম এই ছবিটা দেখে নবেরে বলেছিল কিন্তু সার্টিফিকেট পেতে দেরি হওয়ায় নবদন হাতছাড়া হয়ে গেল। বেশ কয়েকটা হলের সঙ্গে রিলিজটা পিছিয়ে দিতে হস। প্রথম সপ্তাহে ছবিটা যে ব্যবসা করতে পারত, সেটায় নিঃসন্দেহে বড় প্রভাব পড়ল আর এটা ইচ্ছাকৃত করা হল।

আদানির হিমাচলের উইলমার সংস্থায় আয়কর হানা



সরকারিভাবে এই অভিযানকে রুটিন অভিযান বললেও অমেকেই এটিকে রুটিন অভিযান বলতে নারাজ। তাদের মতে, গত পাঁচ বছর ধরে যে সংস্থা রাজের ঘনে প্রাপ্য জিএসটি দেয়নি, সেই রাজ্য সরকারের আয়কর দফতরের হাঠাৎ কেনে মনে হল তল্লাশি অভিযানে যাওয়ার। এই তল্লাশি অভিযান নিয়ে আদনি গোষ্ঠী জানিয়েছে, এটা একটা রুটিন প্রক্রিয়া। সংস্থার সব কর্মী সহযোগিতা করেছে।

তেলের ট্যাক্স পরিস্কারের সময় বিপত্তি, দমবন্ধ হয়ে ৭ শ্রমিকের মৃত্যু

অন্ধ্রপ্রদেশ, ৯ ফেব্রুয়ারি : অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাডায় একটি কারখানায় তেলের ট্যাক্স পরিস্কার করার সময় দমবন্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন ৭ জন শ্রমিক। কাকিনাডার রাগামার্গেটা গ্রামে একটি ভোজ্যভেদে প্রস্তুতকারক কোম্পানির ট্যাক্স পরিস্কার করার সময় নির্গত গ্যাসের কারণ শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন সকলে। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ৭ জন শ্রমিককে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে কাকিনাডা জেলার পেন্দ্রাপুরম মণ্ডলের অন্তর্গত রি রাগামার্গেটতে আশ্বাতি সুবামা তেল কারখানার প্রাঙ্গণে। পুলিশ জানিয়েছে, শ্রীমিকরা ২৪ ফুট গভীর তেলের ট্যাক্সার পরিস্কার করতে নেমেছিলেন। নিহতদের মধ্যে পাঁচজন ‘আলুর সীতারামারাজু জেলার পাদেবুর বাসিন্দা এবং অন্য দু’জন একই মণ্ডলের পুলিমেরু গ্রামের বাসিন্দা। মৃতরা হলেন ভেচাপ্কি কৃষ্ণ, ভেচাপ্কি নরসিমহাম, ভেচাপ্কি সাগর, কোরাথাডু নবজিত বাবু, করি রামা রাও, প্রসাদ এবং কান্ঠামুরি জগদীশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। জেলা পুলিশ সুপার এম. রবীন্দ্রনাথ বাবু এবং কালেক্টর কৃতিশা স্কল্লও ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এরপাছের মামলা, তেল কারখানার ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দেশে ক্রমাগত বাড়ছে মেডিকেল কলেজ ও আসন সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : দেশবাসীকে সুখবর দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মনমুখ মাভ্ডিয়া। বৃহস্পতিবার তিনি টুইট করে জানিয়েছেন, মেডিকেল কলেজগুলিতে এমবিবিএস আসন সংখ্যা গত ৯ বছরে ১৪ শতাংশ বেড়েছে। এক টুইট বার্তায় তিনি জানান, ২০১৬-১৪ সালে এমবিবিএস আসন সংখ্যা প্রায় ৫১ হাজার ছিল, এখন যা বেড়ে হয়েছে ৯৯ হাজারের বেশি। সরকার, দেশ জুড়ে চিকিৎসা শিক্ষাকে আরও শক্তিশালী করছে। টুইটে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশে ক্রমাগত বাড়ছে মেডিকেল কলেজ ও আসন সংখ্যা। পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি জানান, ২০১৬-১৪ সালে দেশে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ছিল ৬৮৭, ২০২৩ সালে সেই সংখ্যা ৬৫৪। ২০১৬-১৪ সালে ইউজি আসনের সংখ্যা ছিল ৫১,৩৪৮, ২০২৩ সালে সেই সংখ্যা ১৯,৭৬৩ ও ২০১৬-১৪ সালে পিজি আসনের সংখ্যা ছিল ৩১,১৮৫, ২০২৩ সালে সেই সংখ্যা ৬৪,৫৯৯।

নীল ও কমলা মেট্রোর মিটিং পয়েন্টে পরিণত হবে কবি সুভাষ স্টেশন

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রসারিত বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু করা প্রায় প্রস্তুত। এই ৫.৪ কিলোমিটার প্রসারিত খোলার সাথে, এটি প্রথমবারের মতো দুটি মেট্রো লাইন (অর্থাৎ ব্লু লাইন এবং অরেঞ্জ লাইন) কবি সুভাষ স্টেশনে সংযুক্ত হতে চলেছে। রাজারহাট মেট্রো প্রকল্প হয়ে কবি সুভাষ থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত এই বহু প্রতীক্ষিত প্রসারিত কাজটি চালু হলে, এটি যাত্রীদের জন্য একটি খুব সুবিধাজনক পরিবহন ব্যবস্থা খুলে দেবে। লোকেরা কোনও যানজটের সম্মুখীন না হয়েই কবি সুভাষ স্টেশনে আদান-প্রদান করে দক্ষিণেশ্বর থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন (রুবি মোড়) পর্যন্ত ঝামেলামুক্ত যাত্রা উপভোগ করতে সক্ষম হবে। এর জন্য যাত্রীদের সুবিধার্থে সমন্বিত টিকিট ব্যবস্থা চালু করা হবে। এই ব্যবস্থার কারণে কবি সুভাষ স্টেশনে আদান-প্রদানের সময় যাত্রীদের আলাদা টিকিট কিনতে হবে না। যেহেতু ইস্টার্ন রেলওয়ের নিউ গভিয়া স্টেশনটি নতুন উন্নত কবি সুভাষ স্টেশনের সংলগ্ন, তাই শিয়ালদহ দক্ষিণ বিভাগ থেকে আসা মানুষরা যেমন ক্যানিং, ডায়মন্ড হারবার এবং নামখানার মতো জায়গা থেকে খুব সহজেই এবং সুবিধাজনকভাবে ‘সিটি অফ জয়’-এ প্রশ্রষ করতে পারবে। কম সময় কবি সুভাষ স্টেশনটি শেষ পর্যন্ত দুটি মেট্রো রুটের একটি ইন্টারফেস হিসাবে কাজ করবে (যেমন কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর, কবি সুভাষ থেকে রাজারহাট হয়ে বিমানবন্দর) এবং শহরতলির পূর্ব রেল লাইন। নবনির্মিত কবি সুভাষ স্টেশনে অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ১৭টি সংখ্যা আছে। এসকেলটর, ৮ নম্বর এই স্টেশনে ২টি গ্লাস ক্যাপসুল লিফ্ট সহ লিফ্ট সরবরাহ করা হয়েছে। এগুলি ছাড়াও ১৯টি পাবলিক সিঁড়িও থাকবে। যাত্রীদের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, কবি সুভাষ স্টেশন এলাকা ২২টি ফ্রোজ সার্কিট ক্যামেরার নজরদারির আওতায় আসবে। যাত্রীদের ঝামেলামুক্ত চলাচল নিশ্চিত করতে এই স্টেশনে ১৬ টি AFC গেট স্থাপন করা হয়েছে। ব্লুঅরেঞ্জ লাইনে পৌঁছানোর জন্য কোন পথ অনুসরণ করতে হবে তা বোঝার জন্য যাত্রীদের সাহায্য করার জন্য বিশেষ নির্দেশক পায়ের চিহ্নও থাকবে। কবি সুভাষ স্টেশনে যাত্রীদের সহজে প্রবেশি্যুতি নিশ্চিত করতে দুটি ডাবল ডিসচার্জ প্ল্যাটফর্মও থাকবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে পর্বাণ টিকিট কাউন্টার, বিসার বেঞ্চ, প্রাথমিক চিকিৎসা কক্ষ, মহিলাদের জন্য টয়লেট, ভত্মহািলা ও দিবাভাঞ্জন, পাবলিক অ্যান্ড্রোস সিস্টেম, ডিজিটাল সিগনে বোর্ড থাকবে। স্টেশন চত্বরে তাজা বাতাস ইনজেকশনের জন্য এই স্টেশনে বিশেষ এয়ার জেটও স্থাপন করা হয়েছে। এই নান্দনিকভাবে ডিজাইন করা কবি সুভাষ স্টেশন, প্রশস্ত কনকোর্স, মুরালি, কোলাজ, আলংকারিক দেয়াল চিত্র, কংক্রিটের কাজ, প্রবেশদ্বারে একটি চরকা সহ কলকাতার আরেকটি অতিরিক্ত আকর্ষণ হতে চলেছে।

দিল্লি আবগারি মামলা ঃ ১৩ ফেব্রুয়ারি অবধি ইডি-র হেফাজতে রাজেশ জোশী

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : দিল্লি আবগারি নীতি ২০২১-২২ অর্থ তহরুপ মামলার তদন্তে চ্যারিটি প্রোডাকশন মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের মালিক রাজেশ জোশীকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বিজ্ঞাপন পেশার রাজেশ জোশীকে প্রিন্সেশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) ধারার অধীনে গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবারই রাজেশকে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে তোলা হয়, তাকে আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইডি-র হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। গত বছরের গোয়া বিধানসভা নির্বাচনের জন্য “কিকব্যাক”-এর অভিযোগের সঙ্গে তাঁর তার যোগসূত্র ইডি-র নজরে রয়েছে। ইডি আদালতে জমা দেওয়া একটি চার্জশিটে অভিযোগ করেছে, দিল্লির আবগারি নীতিতে কথিত ১০০ কোটি টাকার কিকব্যাক-এর একটি অংশ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন দলের ২০২২ সালের গোয়া বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে ব্যবহার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবারই রাজ্য কেন্দ্রীয় বাহিনী

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : আসন্ন সাগরদিঘি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনের জন্য আজ বৃহস্পতিবারই রাজ্যে পৌঁছচ্ছে প্রথম দফার কেন্দ্রীয় বাহিনী। রাজ্যে পৌঁছেই এলাকায় গিয়ে রুট মার্চ শুরু করে দেবেন জওয়ানরা। ভোটারদের মনের ভয় কাটানো এবং সমাজবিরোধীদের এলাকা ছাড়ার লক্ষ্য নিয়েই এরিয়া ডমিনেশনের কাজ শুরু করবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তবে গত বিধানসভা ভোটের মতো এবারে যাকে রাজনৈতিক বিতর্কে না জড়ায় তার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ বাহিনীকে সতর্ক করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রসঙ্গত, তৃণমূল বিধায়ক সুরত সারার অকালপ্রয়াগের কারণেই আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি মূলদাঘের সাগরদিঘি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে। মূলত ত্রিমুখী লড়াই হতে চলেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বোরিশস বন্দ্যোপাধ্যায়। সিপিএমের সমর্থনে কংগ্রেসের হয়ে লাছেন বাইনর বিশ্বাস এবং বিজেপির হয়ে দিলীপ সাহা।

Name Change I, JAYATI GANGULY MAJUMDAR (Old Name) W/o PATANJALI MAJUMDAR residing at Ashian, AB-157, 1 st floor, Action Area-I, New Town, Bidhanagar- 700156 WEST BENGAL, INDIA , I have changed my name(Shall henceforth be known as)JAYATI GANGULY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/02/2023. JAYATI GANGULY MAJUMDAR and JAYATI GANGULY both are same and one identical person.	Name Change I, LATE SWAPAN KUMAR DUTTA alias JENNIFER ANNA JENNIFER ANN DUTT (Old Name) W/o LATE SWAPAN KUMAR DUTTA presently residing at 36/A RAJA RAJ BALLAV STREET, KOl - 700003 WB India, , I have changed my name(Shall henceforth be known as) GOURI DUTTA (new name), vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 09/02/2023. LATE SWAPAN KUMAR DUTTA, JENNIFER DUTTA, JENNIFER ANN DUTT and GOURI DUTTA all are same and one identical person.
Name Change I, MONJERA BIBI (Old Name) W/o ALAUDDIN MOLLA residing at Vill- Debipur, PO-Satghara Debipur, S24 Pgs-743395 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) MANJERA BEGAM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/02/2023. MONJERA BIBI and MANJERA BEGAM both are same and one identical person.	Name Change I, JAKIR HOSSSEN ALI (Old Name) S/o YAKUB ALI residing at EAST BERABERI DAKSHIN PARA, P.O-RAJARHAT GOPALPUR, P.S.- NARAYANPUR, KOLKATA- 700136 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) JAKIR HOSSAIN MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/02/2023. JAKIR HOSSSEN ALI and JAKIR HOSSAIN MONDAL both are same and one identical person.
Name Change I, SOMAYA MOLLA (Old Name) D/o ALAUDDIN MOLLA residing at Vill- Debipur, PO- Satghara Debipur, S24Pgs-743395 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) SUMAIYA MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/02/2023. SOMAYA MOLLA and SUMAIYA MOLLA both are same and one identical person.	Name Change I, ABHIJIT ALIES RAJA DAS (Old Name) S/o L/ATE AMALEND DAS residing at KALI PARK, P.O-RAJARHAT GOPALPUR, KOLKATA-700136 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) ABHIJIT DAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/02/2023. ABHIJIT ALIES RAJA DAS and ABHIJIT DAS both are same and one identical person.
Name Change I, SWAPAN SARDER (Old Name) S/o SYAMAL SARDER residing at Biplannapara, Domjur, Dist-Howrah, Pin-711411 WB India, , I have changed my name (Shall henceforth be known as) SWAPAN SARDAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/02/2023. SWAPAN SARDER and SWAPAN SARDAR both are same and one identical person.	Name Change I, FARUK UDDIN (Old Name) S/o HASSAN ALI residing at Kulbarui, Gopikantapur, PO- Joluk, P.S-Gurap, Dist-Hooghly, Pin- 712303 WB India, , I have changed my name (Shall henceforth be known as) SK FARUK UDDIN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/02/2023. FARUK UDDIN and SK FARUKUDDIN both are same and one identical person.

MIHIKA INDUSTRIES LIMITED

মাঠের লড়াইয়ের সঙ্গে ধারাতাষ্যের বক্সেও চলল দ্বৈরথ

নাগপুর, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজ শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার। মাঠের ভিতরে প্যাট কামিশ, স্টিভ স্মিথদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। কিন্তু তাঁদের অজান্তে মাঠের বাহিরেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে চলেছে লড়াই। সেই দ্বৈরথ চলছে ধারাতাষ্যের বক্সে প্রাক্তন ক্রিকেটারদের মধ্যে, যারা কোনও না কোনও সময় এই সিরিজের অংশ থেকেছেন। এ দিন সকাল থেকেই দু’দেশের ধারাতাষ্যকাররা একে অপরকে খোঁচা দিতে ছাড়ছেন না। ভারতের ইনিংসের শুরুতে এর টাটকা উদাহরণ পাওয়া গেল। ধারাতাষ্যে থাকা ম্যাথু হেডেন বললেন, “জীবনের প্রথম টেস্ট ছ’উইকেট নিয়েছিল বোল্যান্ড। তা-ও আবার যেখানে ব্যাটিং সহায়ক উইকেট ছিল।” পাশে থাকা সুনীল গাওস্কর বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি। হেডেনকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, “ব্যাটিং সহায়ক পিচ বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ? এশিয়া বাদে অন্যান্য দেশে তো পাটা উইকেটে খেলা হয়। সেখানে জোরে বোলিং সামলাতে কী এমন দক্ষতা লাগে? বলের সুইং সামলানো ছাড়া কিছুই তো করতে হয় না। স্পিন বোলিং খেলা অনেক কঠিন কাজ। সেখানে আলদা দক্ষতা লাগে। তাই তোমরা শুধু পিচ নিয়ে পড়ে থেকো না। অন্য কিছু নিয়ে



কথা বলো।” তার আগে একপ্রস্ত হয়ে যায় দীনেশ কার্তিক এবং মার্ক ওয়র ম্যাথো। কার্তিক বলেন, “আমার মনে হচ্ছে ভারতকে এই টেস্টে মাত্র এক বারই ব্যাট করতে হবে।” জবাবে ওয় বলেন, “দেখা যাক কী হতে চলেছে।” কার্তিকের উত্তর, “আমার কথা কান খুলে শুনে রাখো মার্ক।” পাণ্ডা ওয় বলেন, “এখন কটা বাজো। এই সময়টা আমি ডায়েরিতে লিখে রাখছি। আমার মনে হয় না ব্যাপারটা এত সহজ হতে চলেছে। গেলাম, খেললাম আর জিতে গেলাম, এতটা সহজও নয়।” এখানেই থার্মেননি দু’জনে। কার্তিক আরও বলেন, “খেলাটাকে সহজ করে এনেছে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটাররাই।” ওয় বলেন, “যত ক্ষণ না দুটো দল ব্যাট করছে, তত ক্ষণ কোনও পিচকে বিচার করতে যেয়ো না। দেখো ভারত কেমন খেলছে। এখনও অনেক খেলা বাকি। অস্ট্রেলিয়া এত সহজ হাল ছেড়ে দেবে না।” পরে হেডেন এবং রবি শাস্ত্রী ধারাতাষ্য দিচ্ছিলেন। তখনই একটি গ্রাফিক দেখানো হয়, যেখানে দেখা যায় ভারতীয়দের থেকে অস্ট্রেলীয়দের বল বেশি ঘুরেছে। হেডেন বলে ওঠেন, “এই একটা জায়গাতে অস্ট্রেলিয়া আপাতত এগিয়ে রয়েছে।” শাস্ত্রীর খোঁচা, “উইকেটের পাশে কিন্তু এখনও শূন্য লেখা রয়েছে।”

বল বয় থেকে টেস্ট টিমে অভিষেক, সফরটা কেমন ছিল জানালেন ভারত

নাগপুর, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বর্ডার গ্যাভাসকর ট্রফিতে অংশ নিয়েছে রাহুল দ্রাবিড়ের শিযারা। আজ সিরিজের প্রথম দিনেই টেস্টে অভিষেক হয়েছে ভারতীয় দলের ৩৬০ ডিগ্রি ওরফে সূর্যকুমার যাদবের। তাঁর সঙ্গে অভিষেক হল কোনো শ্রীকর ভরতের। ভারতীয় দলের উইকেট কিপার ব্যাটার ঋষভ পণ্ড চোটের কারণে নেই। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে নাগপুর টেস্টে ঈশান কিশাণ ও কে.এস ভরতের নাম মাথায় ছিল দ্রাবিড়ের। শেষ পর্যন্ত ভারতের ভরসা রেখেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। টেস্টের জার্সি হাতে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই আবেগে ভাসছেন ভরত। ছেলেবেলা থেকেই ক্রিকেটের প্রতি টানা। একদমর বল বয় ছিলেন। সেই সময় থেকেই মাঠের বাহিরে বসে ক্রিকেট উপভোগ



করতেন। স্বপ্ন দেখতেন, একদিন দেশের জার্সিতে নিজেকে দেখার সুযোগ হবে। সেই সূর্য্য সুযোগ দেবিতো হলেও এল। পাঁচ বছর পর অপেক্ষার পর তাঁর সামনে খুলল ভারতীয় দলের দরজা। যার পুরো কৃতিত্ব তিনি টিম ম্যানেজমেন্টকে দিতে চান। কোচ দ্রাবিড় যে তাঁর উপর বিশ্বাস রেখেছেন, তাতে

নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করছেন তিনি। বিগত কয়েক বছর ধরে ভারতীয় দলের সঙ্গেই দেখা গিয়েছে তাঁকে।

পর ভরত বলেন, “যখন আমি ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে খেলতে শুরু করি, তখন ভাবতে পারিনি এই দিনটা কখনও আসবে। আমার ছেলেবেলার কোচ জে কৃষ্ণ রাও-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে উনি আমার উপর ভরসা রেখেছিলেন। আমার যাত্রাটা মোটোও সহজ ছিল না। অনেক চড়াই উত্তরাইয়ের পর আজ নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরে ভাল লাগছে।” নতুন টেস্ট জার্সি পেয়ে ভরতের মুখে আবেগের হাসি। সেই মুহূর্তের একটি ভিডিও বিসিসিআই নিজেদের টুইটার পেজে পোস্ট করেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে নাগপুরের বিদর্ভ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে অজিদের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে ভরতের গালে চুমু ঝঁকো দেন তাঁরা মা। ভাইরাল সেই ছবিও ছেলের স্বপ্নরপূরণের সাক্ষী তিনিও।

২০২১ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কানপুর টেস্টের তৃতীয় দিন ঋদ্ধিমান সাহা চোট পেলে পরিবর্তে উইকেটরক্ষক হিসেবে ভরতকে মাঠে নামানো হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া টেস্টে ভারতের জার্সিতে অভিষেক হওয়ার

মার্সেইয়ের বিপক্ষে হেরে ফরাসি কাপ থেকে মেসি-নেইমার-এমবাপেদের বিদায়

যোগ করা সময়ে দুই দফায় নায়ক হওয়ার সুযোগ এসেছিল সের্জিও রামোসের সামনে। প্রথমবার জালে বল পাঠিয়েও অফসাইডে থাকায় পেলেন না গোল, মুহূর্ত বাদে গোলরক্ষক বরাবর হেড করে হতাশা বাড়ান অভিজ্ঞ এই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার। হাতছাড়া হয়ে যায় পিএসজির ম্যাচে ফেরার শেষ সম্ভাবনাও। তাদের বিদায় করে ফরাসি কাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে পৌঁছে গেল মার্সেই।

প্যারিস, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ ঘরের মাঠে বুধবার রাতে ২-১ গোলে জিতছে লিগ ওয়ানের দলটি। পেনাল্টিতে আলেক্সিস সানচেজের গোলে পিছিয়ে পড়ার পর প্রথমার্ধের অন্তিম সময়ে সমতা ফেরান রামোস। দ্বিতীয়ার্ধে রুসলান মালিনোভস্কির গোলে আবার এগিয়ে যায় মার্সেই। শত চেষ্টাতেও আর সমতা ফেরাতে পারেনি পিএসজি। চোটের জন্য এই লড়াইয়ে ছিলেন না কিলিয়ান এমবাপে। ফরাসি কাপের চল্লিষে আসরের সবোচ্চ গোলদাতার অভাব প্রবলভাবে অনুভব করে পিএসজি। ক্লাসিকোয় চতুর্থ মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় পিএসজি। নেইমারের বাড়ানো বলে নুনো মেদেসের বুলেট গতির শট কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন মার্সেই গোলরক্ষক পাও লোপেজ। ছয় মিনিট পর দারুণ বল্কে মার্সেইকে এগিয়ে যেতে দেননি মেদেস। যোড়শ মিনিটে মালিনোভস্কির শট ঠেকিয়ে পিএসজির ত্রাতা গোলরক্ষক জানলুইজি সোয়ারস্‌মা। আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে জমে ওঠা লড়াইয়ে ৬৩তম মিনিটে এগিয়ে যায় মার্সেই। ঠাণ্ডা মাথার স্পট কিকে ইতালিয়ান গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন সানচেজ। সেটস আন্ডারকে অভিজ্ঞ স্প্যানিশ

ডিফেন্ডার রামোস ফাউল করায় পেনাল্টি পেয়েছিল মার্সেই। ৬৮তম মিনিটে লিওনেল মেসির ফ্রি-কিক একটুর জন্য লক্ষ্যে থাকেনি। দুই মিনিট পর আর্জেন্টিনা অধিনায়কের ক্লিক



থেকে বল পেয়ে সমতা প্রায় ফিরিয়েই ফেলেছিলেন নেইমার। চোট কাটিয়ে ফেরা ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের বাকানো শট ব্যর্থ হয় দুইয়ের পোস্টে লেগে। পাণ্ডা আক্রমণে সানচেজের শট হাত বাড়িয়ে ঠেকিয়ে দেন

পিএসজি গোলরক্ষক। পরের মিনিটে আন্ডারের শট যায় ক্রসবার ঘেঁষে। এক মিনিট যোগ করা সময়ের শেষ মুহূর্তে সমতা ফেরায় পিএসজি। মাঝমাঠে বল পেয়ে কয়েক জনের

চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে ডি-বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ে শট নেন মেসি। মার্সেইয়ের এক জনের গায়ে লেগে যায় পোস্টের বাইরে দিয়ে। নেইমারের তমৎকার কর্নারে লাফিয়ে দারুণ হেডে জাল খুঁজে নেন রামোস। এরপরই বাজে

বিরতির বাঁশি। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৭তম মিনিটে ফের এগিয়ে যায় মার্সেই। নিজেরের অর্ধে থ্রো-ইনে ডি-বক্সের কাছে বল হারিয়ে বিপদ ভেদে আনে পিএসজি। সানচেজের শট জটিলার মধ্যে একজন ফিরিয়ে দেন। ফিরতি বলে ডি-বক্সের বাইরে থেকে বুলেট গতির শটে ঠিকানা খুঁজে নেন মালিনোভস্কি। সমতা ফেরাতে একের পর এক আক্রমণে আয়োজকদের ভীষণভাবে চাপে ধরে পিএসজি। তবে অসাধারণ দৃঢ়তায় সব ঠেকিয়ে দেয় মার্সেই। একেবারে শেষ দিকে গিয়ে গোলরক্ষকের কিছুটা পরীক্ষা নিতে পারে ক্রিস্তফ গালতিয়ের দল। পাঁচ মিনিট যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে মেদেসের শট ব্যর্থ হয় ক্রসবারে লেগে। তিনি শট নেওয়ার সময় অকারণেই অফসাইডে পজিশন ছিলেন রামোস। ফিরতি বল তিনি জালে পাঠালেও তাই মেলেনি গোল। নষ্ট হয় সুবর্ণ সুযোগ। পরের মিনিটে মেসির দারুণ ক্রসে ছুটে গিয়ে হেড করেন স্প্যানিশ এই ডিফেন্ডার। তবে সেটা যায় একদম গোলরক্ষক বরাবর। সহজেই ফেরান লোপেস। তাতে ফরাসি শেষ খেলোয়াটেই থেমে যায় মেসি-নেইমারদের পথ চলা।

জন্ম গভীর ভাবে মর্মান্বহ। রোনাল্ডো নিজের সেই করা একটি জার্সি দেবে নিলামের জন্য। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সেই জার্সি নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করে যে অর্থ উঠবে তা তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের দেওয়া হবে। সিআরসেভেনের এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছে ফুটবল বিশ্ব।

তুরস্ক ও সিরিয়ার পাশে রোনাল্ডো

রিয়াদ, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্পের কেটে গিয়েছে কয়েক দিন। এখনও চলছে উদ্ধার কাজ। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ধ্বংস ও মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। তুরস্ক ও সিরিয়ার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছেন অনেকেই। এবার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে মানবিক উদ্যোগ

নিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। নিজের একটি সেই করা জার্সি নিলামে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পর্তুগীজ মহাতারকা। যার ছবিও ইতিমধ্যেই মিডিয়ায় মিডিয়ায় মাধ্যমে সামনে এসেছে। তুরস্কের ফুটবলার মেরি দেমিরাল সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, ‘এই মুহূর্তে কথা হল ক্রিশ্চিয়ানোর সঙ্গে। ও জানাল, যা হয়েছে তার

স্পিন জুজুতেই ধসে পড়ল অস্ট্রেলিয়া

নাগপুর, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ স্পিন হবোই! মস্তিষ্কে এই ধারনা নিয়েই খেলতে এসেছিল অস্ট্রেলিয়া। সিরিজ শুরুর আগে বেসালুরু শহর থেকে কিছুটা দূরে আলুরে শিবির করেছে অজিরা। প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার চেয়ে সেটাই সেরা বিকল্প মনে হয়েছে। ক্ষত তৈরি করা পিচে অনুশীলন করেছে। কিন্তু স্পিন আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ভারতীয় স্পিনাররা সেই স্পিন জুজুকেই কাজে লাগালেন। অশ্বিন-জাডেজার স্টাইলে বোলিং করতে পারেন, এমন দু-জনকে নিয়ে প্রস্তুতি সেরেছিল অজিরা। কিন্তু আসল-নকলের যে বিস্তর ফারাক, তা টের পেল ক্রিজে নেমেই। তাদের প্রথম ইনিংস শেষ মাত্র ১৭৭ রানেই। দিনের খেলার মাত্র সাত বল বাকি থাকতে লোকেশ রাহুলের উইকেট হারায় ভারত। অভিষেক টেস্টে নামা উড মার্ফি তাঁর হাতেই ক্যাচ দিয়ে ফেরেন। কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট উইকেট মার্কির। দিনের শেষে ভারত ৭৭-১। ভারত-অস্ট্রেলিয়া এই সিরিজের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। উদ্বোধনী টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছিল ভারত। এ বার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া নিশ্চিত। দ্বিতীয় দল হিসেবে কে উঠবে, সেই লড়াই চলছে। টানা দ্বিতীয় বার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে ভারতকে তিনটি টেস্ট জিততে হবে। যার শুরুটা খুবই ভালো হল। নাগপুরে টেসে জিতে

ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় অস্ট্রেলিয়া। ভারতকে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করানোই মূল লক্ষ্য। প্রথম দিনের পিচে স্পিনাররা তেমন সুবিধা করতে পারবে না, এমনটাই হযতো ভেবেছিল অজি শিবির। কিন্তু তাদের ভাবনার সঙ্গে কিছুই মিলল না।



স্পিন জুজু তাড়া করল প্রতি মুহূর্তে। ভারতকে প্রথম সাফল্য দেন মহম্মদ সিরাজ। উসমান খোয়াজাকে লেগ বিক্ষোর করেন সিরাজ। যদিও মাঠের আশ্পায়ার আউট দেননি। সিরাজের আত্মবিশ্বাসে রিভিউ নেন রোহিত। সাফল্যও আসে। দ্বিতীয় উইকেটটি টেস্ট ম্যাচের দর্শকদের জন্য অন্যতম সেরা মুহূর্ত। রাউন্ড দল উইকেট বল করেন মহম্মদ সামি। ছিটকে দেন ডেভিড ওয়ার্নারের উইকেট। শুরুর ধাক্কা

সামলে ওঠার চেষ্টা করে অস্ট্রেলিয়া। কিছুটা সাফল্য আসে মার্নাস লাবুশেন-স্টিভ স্মিথ জুটিতে। ৮২ রান যোগ করে তারা। দুটো অনবদ্য ডেলিভারিতে এই দু-জনকে প্যাভিলিয়নে পাঠান রবীন্দ্র জাডেজা। লাবুশেন ফ্লাইটে বিট হন,

ফেলার চেষ্টা করলেও জাডেজা, অশ্বিনের সামনে অসহায় দেখায়। শেষ অবধি ১৭৭ রানেই অলআউট অজি ইনিংস। জাডেজা ৫ উইকেট নেন। অশ্বিন তিন উইকেট। একাদশ বাছাই নিয়ে যথেষ্ট মাথাব্যথা ছিল ভারতীয়

উইকেটের পিছনে অনবদ্য অভিষেককারী শ্রীকার ভরত। এত দ্রুততায় স্টাম্প করেন, তাঁর সিলেকশন নিয়ে প্রশ্ন তোলার জায়গাই দেননি। স্মিথকে সেরা ডেলিভারিতে ফেরান জাডেজা। স্পিনের জন্য ডিফেন্স করেছিলেন স্মিথ। যদিও জাডেজার আর্ন বল ব্যাড-প্যাডের গ্যাপে উইকেটে লাগে। পিটার হ্যান্ডসকম ও উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারি পাণ্ডা আক্রমণে ভারতকে চাপে

শিবিরে। শেষ অবধি শুভমন গিলকেই বসানো হয়। সূর্যকুমার যাদব ও উইকেটরক্ষক শ্রীকার ভরতের টেস্ট অভিষেক হল। রোহিতের সঙ্গে ওপেনিংয়ে সহ অধিনায়ক লোকেশ রাহুল। অস্ট্রেলিয়াকে অলআউট করার পর ভারতকে ভালো শুরু দেয় এই জুটি। শেষ বেলায় আউট হন রাহুল (২০)। অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৫৯ রানে ক্রিজে রয়েছেন। ভারত পিছিয়ে ১০০ রানে।

ভারতকে নিয়ে মন্তব্যের সাফাই দিলেন মিয়াঁদাদ

লাহোর, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ বাথ থেকে হটাৎই বেড়াল! পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সম্পর্কে বোধ হয় এমনই বলা যায়। ক’দিন আগেই তাঁর মন্তব্য থিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। এশিয়া কাপের ভেনু নিয়ে দোলাচলে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। সূচি অনুযায়ী পাকিস্তানে হওয়ার কথা এশিয়া কাপ। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, পাকিস্তানে খেলতে যাবে না ভারতীয় দল। কয়েক দিন আগে বাহরিনে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাতেও নিজেদের অবস্থান পরিস্কার করে দিয়েছে ভারত। এখানেই সমস্যায় পড়েছে পাকিস্তান। ভারতীয় দল খেলতে না গেলে পাকিস্তানে এশিয়া কাপ আয়োজন অসম্ভব। ব্রডকাস্টার, স্পনসর কেউই এ বিষয়ে সাই দেবে না। আরও নানা কারণ রয়েছে। এরপরই পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটার জাভেদ মিয়াঁদাদ মন্তব্য করেন, ‘চুলোয় যাক ভারত’। হটাৎই বাথ থেকে বেড়াল হয়ে নিজের মন্তব্যের সাফাই গাইলেন মিয়াঁদাদ। বিশ্ব ক্রিকেটেও কিংবদন্তি মানা হয় পাকিস্তানের প্রাক্তন বিশ্বকপী ব্যাটার জাভেদ মিয়াঁদাদকে। শ্রদ্ধা করার মতোই ক্রিকেটায় কেরিয়ার। ভারতেও তাঁর যথেষ্ট সম্মান রয়েছে। তবে মিয়াঁদাদের মন্তব্য,



তাকে খলনায়ক বানিয়েছিল। ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তানে খেলতে না গেলে এশিয়া কাপ যে অসম্ভব, কারও অজানা নয়। তবে মিয়াঁদাদের দাবি ছিল, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড আর ভারতের উপর নির্ভরশীল নয়। ভারত চুলোয় যাক! এর মধ্যেই অবশ্য পাল্টি খেলেন জাভেদ মিয়াঁদাদ। বিতর্ক বাড়ছে দেখে মিয়াঁদাদ এ বার বললেন, ‘আপনারা কি জানেন জহুম্মের মানে কি? আপনারা যদি খেলতে না চান, খেলবেন না। আমাদের কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটারদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, ওরাও বলবে, দুই দেশের মধ্যে ক্রিকেট হওয়া উচিত। এতেই দুই দেশের ভালো হবে।’ এশিয়া কাপের ভেনু নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে মার্চে। কের সভা রয়েছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের। কিন্তু পাকিস্তান থেকে টুর্নামেন্ট সরার সম্ভাবনাই বেশি। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ। তার উপর যত্রতত্র বোমা বিস্ফোরণ। কিছুদিনের ব্যবধানই পেশোয়ার এবং কোয়েটায় বিস্ফোরণ হয়েছে। এমন সন্ত্রাসের পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার বিষয়ে কোন বোর্ডই বা ঝুঁকি নিতে চাইবে! এশিয়া কাপ সরতে পারে শ্রীলঙ্কায়। গত বারের মতো আরব আমিরা শাহিতেও হতে পারে টুর্নামেন্ট।

ফাইনালের সঙ্গে দূরত্ব কমছে, বিপক্ষকে চাপে রেখে অ্যাডভান্টেজে মনোজরা!

ইন্দোর, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ বাংলার হয়ে বোলিং ওপেন কে করবেন! অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি প্রথমে বল তুলে দিলেন করণ লালের হাতে। বোলিং রান আগে প্রস্তুত ছিলেন করণ। মাইন্ড চেঞ্জ করলেন মনোজ। শাহবাজকে দিয়ে বোলিং ওপেন। উইকেটের পিছন থেকে লাগাতার ‘স্লেজিং’ অভিষেক পোড়েলের। মোদা কথা, ১৫০ ওভার ফিল্ডিং করার পর ব্যাটিং সহজ নয়, এটাই বারবার বলে যাচ্ছিলেন। খুব একটা ভুল নয়। রঞ্জি সেমিফাইনালে পৌঁছলেও এ মরসুমে ইনিংসে ৩৬১-র বেশি স্কোর করতে পারেনি মধ্যপ্রদেশ। প্রথম ইনিংসে সামনে ৪৩৮ রান! পরিসংখ্যান অনুযায়ী মধ্যপ্রদেশের কাছে বিশাল স্কোর। শুরুরেই একদিক থেকে স্পিন, উটেদিককে পেস। প্রথম দিনের শেষে দুই শতরানকারীকে হারানোয় কিছুটা অ্যাডভান্টেজ হারিয়েছিল বাংলা। দ্বিতীয় দিনও শুরুরে শাহবাজ আহমেদের উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে বাংলা। তবে মনোজ তিওয়ারি (৪২), অভিষেক পোড়েলের (৫১) গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস। প্রথম দিন অনুষ্টিপ, সুদীপের শতরান এবং



সম্মিলিত অবদানে প্রথম ইনিংসে ৪৩৮ রান করে বাংলা। তবে বাংলার ব্যাটিং লাইন আপ এবং শক্তি অনুযায়ী বলা যায়, অন্তত ৫০০ রান করা উচিত ছিল। মাত্র ৩৭ রানে শেষ ৫ উইকেট হারায় বাংলা। মধ্যপ্রদেশ মানসিকভাবে স্বস্তিতে থাকতে পারে একটা কথা ভেবেই, বাংলাকে

৪৫০-র নীচে আটকে রাখা গিয়েছে! গত বারের চ্যাম্পিয়ন মধ্যপ্রদেশ। চন্দ্রকান্ত পন্ডিত প্রথম বার কোচের পদে নিয়েই চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। এ বার তাঁর দলকে চাপে রাখল মনোজ তিওয়ারি, লক্ষ্মীরতন শুক্লার বাংলা। বাংলা এই ম্যাচে স্পিন আধিক্য একাদশ গড়েছে। তাঁদের সকলেই ব্যাটিং করতে পারেন। ম্যাচের দ্বিতীয় দিনই বল যে ভাবে টার্ন করছে তাতে মধ্যপ্রদেশের চাপ বাড়বে সন্দেহ নেই। শাহবাজ আহমেদ বিশাল টার্ন করাচ্ছিলেন। ফ্রন্ট ফুটে ডিফেন্স করতে হিমসিম খাচ্ছিলেন মধ্যপ্রদেশ ওপেনাররা। উইকেট নেওয়া যেন সময়ের অপেক্ষা। শুরুর তৈরি হওয়া চাপে প্রথম উইকেট এল পোসার আকাশ দীপের সৌজন্যে। কট বিহাইন্ড আউট হন যশ দুবে। কিছুক্ষণের ব্যবধানে নিজের প্রথম ওভারেই বাংলাকে দ্বিতীয় সাফল্য দিলেন ঈশান পোডেল। ফুলটস ডেলিভারিতে অনুষ্টিপের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন হিম্যাংশু মন্ত্রী। দুই নাইট ওয়াচম্যান শেষ দিকে সময় নষ্ট করার চেষ্টা করে গেলেন। দিনের শেষে মধ্যপ্রদেশের স্কোর ৫৬-২। এখনও তারা পিছিয়ে ৩৮২ রানে।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৫ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা ও তার সমাধান

- অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিডে শারীরিক সমস্যা
- ইউরিক অ্যাসিডের অতিরিক্ততায় নিয়ন্ত্রণ
- দরকার
- গাউটের চিকিৎসার পদ্ধতির দ্রবীভূত
- ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে জলের ভূমিকা
- ইউরোলজিক্যাল ক্যান্সার
- ক্যান্সার নিয়ে কিছু কথা

সুচিকিৎসা

এখন অনলাইনে পড়তে

লগ অন করুন

www.suchikitsa.in